জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

শেষ সেমিস্টার

ভুল প্রশ্নে উত্তর দিলেই পুরো নম্বর পাওয়া যাবে। তৃতীয় সেমিস্টার শেষে জানান সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। জীববিদ্যা পরীক্ষায় দুটি প্রশ্ন ভুল ছিল বলে জানা গিয়েছে

গভীর নিম্নচাপ

ষষ্ঠীর দিন শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। ফলে পুজোয় চলবে বৃষ্টি। আজ বৃষ্টির পরিমাণ বেশ কিছুটা বাড়বে। বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও বৃহস্পতিবার থেকে ফের বাড়বে

কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে ট্রফি দিলেন মেয়র

আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা কেন্দ্রকে নোটিশ আদালতের

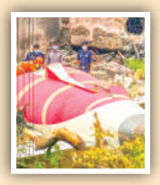

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২১ • ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ৬ আশ্বিন ১৪৩২ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 121 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 23 SEPTEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বাংলার প্রতিবাদেই জিএসটি কমেছে দেশ জুড়ে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : জনদরদি ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে জিএসটি কমানোর ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। কিন্তু মানুষ এখনও ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্যের ওপর জিএসটি-র হার স্পষ্ট করবে রাজ্য সরকার। সোমবার পুজো উদ্বোধনে গিয়ে এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই একাধিক পত্র-পত্রিকায় জিএসটি সংক্রান্ত কিছু বিজ্ঞাপন লক্ষ করা গিয়েছে। এদিন খিদিরপুর ২৫ পল্লিতে গিয়ে জিএসটি প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, জিএসটি কমানোয় কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই। কৃতিত্ব রাজ্যের। এই একটাই কর ছিল। কিন্তু সেই কর-বিন্যাসে সামঞ্জস্য ছিল না। তার বিরোধিতা প্রথম করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলাম আমি। কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি কমানোয় বাংলার ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হল। কিন্তু সাধারণ মানুষের সুবিধা হওয়ায় সেটা মেনে নিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

কালীঘাট মিলন সংঘের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ, ক্লাবের সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সোমবার সন্ধ্যায়।

কেন্দ্রের নির্দেশমতো সোমবার থেকে লাগু হয়েছে নয়া জিএসটি হার। কিন্তু সকলের কাছে ঠিকমতো তথ্য না দেওয়ায়, সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্যেও কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাম না-করেও কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এই জিএসটি কমানোতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ক্রেডিট নেই। আমিই প্রথম ইনসিওরেন্স থেকে জিএসটি তোলার দাবি তুলেছিলাম। রান্নার জিরেতে জিএসটি, হিরেতে নয়— এটাই তো এদের ন্যায়বিচার! জীবনদায়ী ওষুধেও কর বসানো হয়েছে। আমাদের প্রতিবাদেই জিএসটির নিয়মে বদল আনতে বাধ্য হয়েছে।

কারও নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রেডিট নিচ্ছেন একজন! আত্মনির্ভরের কথা বলছেন, অথচ রাজ্যের টাকা ফেরত দিচ্ছেন না! ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা— সব বন্ধ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, জিএসটি লাগু করে কেন্দ্র গরিব মানুষের সর্বনাশ করেছিল, আর রাজ্যগুলো থেকে টাকা তুলেছিল। ওদের এক পয়সাও খরচ হয়নি। অথচ এখন কৃতিত্ব নিতে আসছে! তাঁর কথায়, আমাদের ২০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে গেল। সংসারটা চালাব কী করে, তবে এতে মানুষের সুবিধা হবে তাই আমি খুশি। তবে যাদের কোনও ক্রেডিট নেই, তাদের জিএসটির নাম নিতে দেব না। এটা মানা যায় না। এ-ব্যাপারে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসল সত্যটা সামনে আনব।

এদিন খিদিরপুর, বেহালা, হরিদেবপুরের একাধিক পুজো উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও আজ জেলার প্রায় এক হাজারটি পুজোর উদ্বোধন রয়েছে তাঁর।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এককেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ফ্যান

রাস্তায় যাতায়াতে
কখনো সখনো এখানে ওখানে
কেউ কেউ বলেন
আমরা আপনার ফ্যান
মনে মনে ভাবি
এখন তো আমরা ফ্যান খাই না
আগে ভাত থেকে গালা হতো ফ্যান,
এখন তো প্রেসার কুকার
তবে কেন এতো ফ্যান? ফানাফানি!
যাতে আছে শুধুই কানাকানি।।

চালিয়ে যান, আমরা আছি
কতো মাতোয়ারা শব্দ
বোঝাতে চাইলেও বোঝাতে পারি না
কথার খেলার মারপ্যাঁচ জব্দ,
যাদের না আছে বিচক্ষণতা
অথবা মানবিক শক্তি
তারা সব এখন একাট্টা
এসেছে এখন অকালবোধন
কীট-পতঙ্গেও এদের আসক্তি।।

একদিন একান্তে কখনো ভাবি
এদের কাছে কেন জগতের চাবি?
ভাবতে গেলেই খাই খাবি
কবে কোথায়, যাবো ভাবি
সত্যি অনেকে শুভেচ্ছা দিয়ে
যারা দিলো অধিকার
তাদের আমি ফ্যান
তাই তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি
আবার ভাবি স্বপ্ন দেখা ভালো
তবে গভীর রাতে তাকিয়ে থাকি।।

উদ্বোধনের পরেই বিপুল চাহিদা উৎসব সংখ্যার

বিজেপি শূন্য হলেই জিএসটিও জিরো

ওদের হাতে ই-স্কোয়ার থাকলে আমাদের সঙ্গে আছে এম কিউব

প্রতিবেদন : জিএসটি ২৮ থেকে ১৮ হয়েছে। বিজেপি যদি ২০০ হত, তাহলে জিএসটি ৯ হত, আর বিজেপি যেদিন শূন্য হবে সেদিন জিএসটিও শূন্য হবে। মানুষ বিচক্ষণ, তাঁরা সব বিচার করবেন। এই ভাষাতে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি সংস্কারকে তীব্র আক্রমণ করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন হারে জিএসটি চালু হওয়ার কথা গোটা দেশে। কিন্তু অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই পুরনো দামে কিনতে হচ্ছে। অভিষেক বলেন, নোটবন্দির সময় তো একই জিনিস হয়েছে। এদের আর কোনও কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বিজেপি যেসব সিদ্ধান্ত নেয়, তার কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। বিজেপি-র এনআরসির ক্ষেত্রে একই (এরপর ১২ পাতায়)

ডায়মন্ড হারবারে পুজো গাইড ও টেলিফোন ডিরেক্টরির উদ্বোধনে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 September, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩২ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

(১৯১১-১৯৩২) এদিন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের অনুগামী। চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অভিযান শেষে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসেন। পরে দেশবাসীর কাছে আত্মদানের আহ্বান জানিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯১০ প্রমথনাথ মিত্র

(১৮৫৩-১৯১০) এদিন পরলোক গমন করেন। ভারতে বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার পুরোধা পুরুষ। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। সেখানে থাকার সময়েই আয়ারল্যান্ড ও রাশিয়ার বিপ্লবের বিষয়ে অবহিত হন। দেশে ফিরে সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব নেন। ভাল বক্তা ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কংগ্রেসে কোনওদিন যোগ দেননি। বাঙালিদের শরীরচর্চার ওপর জোর দিতেন। 'যোগী' নামে একটি উপন্যাস লেখেন।

১৯৭৮ ভূপতিমোহন সেন

(১৮৮৮-১৯৭৮) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ। মিশ্র গণিতে প্রথম হয়ে এমএসসি পাশ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'র‍্যাংলার' হন ও 'স্মিথস' প্রাইজ পান। পড়িয়েছেন ঢাকা কলেজ, রাজশাহী কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ১৯৩১-১৯৪৩। প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার তাঁর শ্বশুর।

১৮৪৬ নেপচুন

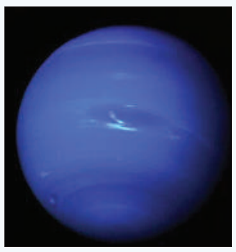

আবিষ্কৃত হয় এদিন। নেপচুন সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ এবং সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। এটি রোমান সমুদ্র দেবতা নেপচুনের নামে নামাঙ্কিত। পরিধিতে চতুর্থ এবং ভরে তৃতীয় সর্ববৃহৎ গ্রহ হল এই নেপচুন।

১৮৪৭ আনন্দমোহন বসু

(১৮৪৭-১৯০৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। গণিত নিয়ে এমএ পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৮৭৪-এ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' হন। সিটি কলেজ ও সিটি স্কুল স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনেও এগিয়ে এসেছিলেন। হিন্দুমেলা ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন।

১৯০৭ অজিতকুমার দত্ত

(১৯০৭-১৯৭৯) এদিন ঢাকা বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। গত শতাব্দীর তিরিশ-চল্লিশ দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ-তে প্রথম হন, সংস্কৃতে এমএ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পড়িয়েছেন চন্দননগর কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস', 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'সাদা মেঘ কালো পাহাড়' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ 'মন পবনের নাও', 'জনান্তিকে' প্রভৃতি।

১৯১৭ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

(১৯১৭-২০০৬) এদিন হুগলির গোপীনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিএসসি পরীক্ষায় বাসন্তীদেবী গোল্ড মেডেল পান। রসায়ন নিয়ে এমএসসি পাশ করেন। গবেষণা করে যোগমায়াদেবী স্বর্ণপদক, নাগার্জুন পুরস্কার পান ও পিআরএস হন। এদেশের অবহেলিত গাছগাছড়ার ভেষজ গুণ নিয়ে গবেষণাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। পদ্মভূষণ সম্মান পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ সায়েন্স ছিলেন। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে প্রথম মহিলা সভাপতি। রাজ্যসভায় প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী তিনিই। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে 'ওম্যান অফ দ্য ইয়ার' সম্মানে সম্মানিত হন।

কর্মসূচি

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সোমবার বিকাশ ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক প্রমুখ। প্রায় দ্বিশতাধিক দাতা রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্যোক্তা ছিল ফেডারেশনের শিক্ষা শাখা ও বিকাশ ভবনের অন্য দুটি দফতর।

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার ডিএলসি শিবিরে সোমবার পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষ কাজের তদারকি করলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৪

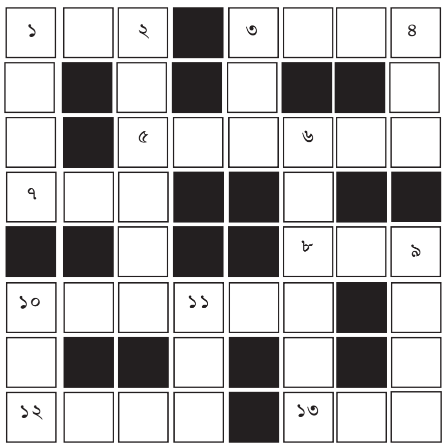

পাশাপাশি : ১. উঁচুভূমি ৩. গাঢ়, ঘোর কালোরঙের ৫. সূর্যকিরণ ৭. শহর, পুর ৮. বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উপহার ১০. নয়নপথবর্তী ১২. মাখন, ননি ১৩. জীবনযাপন।

উপর-নিচ : ১. মৃতের বা মৃতপ্রায়ের চেতনাসঞ্চার ২. বিধান পরিষদ ৩. মোচন ৪. ধূর্ত, প্রতারক ৬. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত সুপারহিট বাংলাছবি ৯. বিষ্ণু ১০. অপবাদ, নিন্দা ১১. —উপর বিষফোঁড়া।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৩ : পাশাপাশি : ১. আগেকার ৩. ভোগনা ৫. সর ৬. লবজ ৮. তই ১০. নিছক ১১. শাকট ১৩. টপ ১৫. গতর ১৮. ঘর ১৯. মাফিন ২০. চন্দ্রহাস। **উপর-নিচ :** ১. আখেরাত ২. কাহিল ৩. ভোর ৪. নামা ৫. সজনি ৭. প্রকট ৯. ইশারা ১২. টগরা ১৪. পরিহাস ১৬. রমেন্দ্র ১৭. শ্যামা ১৮. ঘন।

২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১২০০০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১২৬০০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৩৩৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৩৩৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৩৯	৮৭.৭৯
ইউরো	১০৬.৬৪	১০৩.৫৩
পাউন্ড	১২১.০১	১১৮.৫৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর
23 September, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

সোমবার দক্ষিণ কলকাতায় পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

বিতানের বাবা-মাকে নিয়ে পুজো উদ্বোধন

পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : পহেলগাঁও হামলায় নিহত বিতান অধিকারীর বাবা-মাকে নিয়ে পুজো উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার প্রতিপদে বড়িশা ক্লাবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিতানের বাবা-মা। 'ঘরের মেয়ে' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে পেয়ে তাঁরা কেঁদে ফেলেন। বৃদ্ধ দম্পতির হাত ধরে সান্ত্বনা দেন মুখ্যমন্ত্রী, দেন পাশে থাকার আশ্বাস। নির্দেশ দেন বিধায়ক ও স্থানীয় নেতৃত্বকে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সন্তানহারা এই বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে আবেগপ্রবণ বিতানের বাবা-মা চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। তাঁদের সামলে নেন মুখ্যমন্ত্রীই। বিতানের বাবা-মার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, এখন কাঁদলে হবে না। শরীর খারাপ হবে। একটা ছেলে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এত ছেলে রয়েছে আপনার। এরপরই তিনি বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় ও দলের স্থানীয় নেতাদের বিতানের বাবা-মায়ের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেন। বিজেপিকে নিশানায় বলেন, কেউ কেউ ঘটনার পর যোগাযোগ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল। এখন আর তাদের দেখা যায় না। এ-প্রসঙ্গে তিনি নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর-কাণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানিয়ে দেন, আমরা কথা দিলেন কথা রাখি, এখনও একুশে জুলাই সমস্ত শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই আমরা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুৎসার আগে ভাবুন

দুটি ঘটনা। বাংলার মানুষ কেন মাথায় করে রেখেছেন মা-মাটি-মানুষের সরকারকে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল। সবংয়ে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের শিবির হয়েছে। নেত্রীর নির্দেশমতো এলাকার বয়স্ক মানুষটিকে সভার সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। শিবির বসেছিল সংসদ এলাকায় খাসমহল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সভাপতি করা হয় এলাকার ১৫ বছরের অঞ্চল প্রধান এবং সিপিএম নেতা ক্ষুদিরাম সিংকে। সভায় বলতে উঠে ক্ষুদিরাম যা বললেন, তাতে সিপিএমের আরও এক দশক মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাকা উচিত। তিনি বললেন, দীর্ঘদিন প্রধান ছিলাম। সিপিএম আমলে মানুষের কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার, বর্তমান তৃণমূল সরকারের মতো কাজে সহযোগিতা করেনি। আর তাই মানুষও দূরে ঠেলে দিয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকার যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তার তুলনা হয় না। আর তা হচ্ছে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে। কমরেড, ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করুন। আর একটি ঘটনা চমকে দেওয়ার মতো। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি নিয়ে বামেদের কত ট্যারা-ব্যাঁকা কথা। তো নদিয়ার তাহেরপুরের ক্লাব সম্মিলনী মোটামুটি বামেদের ক্লাব বলেই পরিচিত। তারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিঘার মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরির। প্রতিটি বামপন্থী সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে এক বাক্যে রাজি হয়েছেন দিঘার মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরিতে। ক্লাবের কর্মকর্তা সুকান্ত দত্ত জানান, সকলে ভীষণ খুশি। এবারের পুজোয় তাহেরপুরের এই মণ্ডপ জেলার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। কেন তৃণমূল তিনবার পেরিয়ে চারবার ক্ষমতায়, তার উত্তর এই দুটি ঘটনাতেই স্পষ্ট। কুৎসা করার আগে ভাবার চেষ্টা করুন কমরেড!

e-mail থেকে চিঠি

যা প্রচারিত সে তো নহে সত্য

সবাই জানি, ওঁদের মতো মিথ্যুক দুটো হয় না। সবাই বুঝে গেছি, ওরা শুধু ‘ঢপ ছড়ায়’। তবে সেই ঢপ শুনে চোখের জল ফেলার লোকের অভাব নেই। তারা কাঁদে আর বলে, ফেলে দীর্ঘশ্বাস, গুজরাতে সর্ব সুখ, মোদের বিশ্বাস। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন মোদির ভাবনগর। ‘রো রো’ পরিষেবার মাধ্যমে গাড়ি, বাস, টু হুইলার প্রভৃতি বড়ো জলযান বা ভেসেলে চাপিয়ে নিয়ে ক্যাম্বে উপসাগর পার করে ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে ভাবনগর থেকে পৌঁছে যাওয়া যায় শিল্পসমৃদ্ধ শহর সুরাতে। ঝাঁ চকচকে এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গাড়িতে আমেদাবাদও ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃত চিত্র একেবারেই আলাদা। কার্যত ‘বৃদ্ধাবাসে’ পরিণত হয়েছে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ঐতিহ্যশালী জেলা শহর ভাবনগর। এই শহরের আশেপাশে বড় মাপের কোনও শিল্প-বাণিজ্য গড়ে না-ওঠায় কর্মসংস্থানের জন্য ভাবনগরের যুবক-যুবতীদের পাড়ি দিতে হচ্ছে ‘উন্নত’ গুজরাতের অংশ সুরাত, আমেদাবাদ, জামনগর-সহ বিভিন্ন শহরে কিংবা মহারাষ্ট্রের মুম্বই, পুনেতে। কেউ কেউ রুজির সন্ধানে ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে পাড়ি দিচ্ছেন ইউরোপ-আমেরিকায়। প্রসঙ্গত, বেআইনিভাবে প্রবেশ করার জন্য ট্রাম্প সরকার বিমানে চাপিয়ে যেসব ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে তাদের একটা বড় অংশ ছিল গুজরাতি। ভাবনগর শহরের প্রবীণ বাসিন্দা সঞ্জয় সোনি-সহ অনেকেই জানিয়েছেন, বয়স্করা বাধ্য হয়ে এই শহরে বসবাস করছেন। কম বয়সিরা প্রায় সবাই ছুটছেন বাইরে। কাছাকাছি থাকলে সপ্তাহের শেষে ছুটি কাটিয়ে ফের কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন। শনিবার ভাবনগরে সভা করে প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিল্যানাস করতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভাবনগরের কাছে আলংয়ে জাহাজ ভাঙার কারখানার সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু এই শহরের প্রবীণ বাসিন্দারা বলছেন, আলংয়ে যে ধরনের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় তা গুজরাতিদের পক্ষে কষ্টকর। সেখানে কাজ করেন মূলত হিন্দিভাষী এলাকার শ্রমিকরাই। কথাগুলো নতুন কিছু নয়, আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। কিন্তু বাংলাকে নিয়ে নিরন্তর কুৎসাকারী কুভেন্দু, অবলাকান্তদের জেনে রাখা দরকার। ঠিক চারবছর আগে ভাবনগরের দেড়শো বছরের বেশি পুরোনো বন্দরে চার হাজার কোটি টাকা খরচে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সিএনজি (প্রাকৃতিক গ্যাস) টার্মিনাল তৈরি ও আধুনিকীরণ প্রকল্পের শিল্যানাস করা হয়। কিন্তু সেটি কবে চালু হবে তা এখনও অনিশ্চিত। — **অভিনব সাহা, কল্যাণী, নদিয়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পুজো এসে গেল, ভোটও আসছে

এবারের দুর্গাপুজোতেও বঙ্গজীবনে রূপ আসুক, জয় আসুক, যশ আসুক, বিদ্বেষ বিষ ছড়ানোর প্রয়াস নাশ হোক। ভোটের জটে বাঙালির দুর্গাপুজো হারায়নি, এবারেও হারাবে না। বরং হারাবে তাদের যারা বাইরে থেকে এসে এই জমিতে বিভাজনের চাষ করতে চাইছে। লিখছেন **তানিয়া রায়**

কোনও দিন ভোটে না দাঁড়িয়েও মন্ত্রীসান্ত্রি না-হয়েও শুধুমাত্র ওই একটা দুর্দান্ত বাঙালিয়ানার সম্পদ উপহার দেওয়ার দৌলতে শতবর্ষ পেরিয়েও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আন্তর্জাতিক। অমরও বটে। যতদিন বাঙালি থাকবে, দেবীপক্ষ ফিরে ফিরে আসবে এবং তাঁর অস্মিতার অনন্ত প্রতীক হয়েই সংবৎসর মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নামটাও উচ্চারিত হবে একই নিঃশ্বাসে।

একইভাবে, অভিন্ন আবেগে বাংলা ও বাঙালি কোনও দিন ভুলবে না অন্তত একটা দুর্দান্ত বাঙালিয়ানার সম্পদ উপহার দেওয়ার কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। বাঙালির দুর্গাপুজো চিরায়ত ছিলই। তাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউনেস্কো বাঙালির দুর্গাপুজোকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং বলতেই হবে বাঙালির দুর্গাপুজোর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্ভব হয়েছে এক বাঙালি নারীর জন্যই।

তিনি ভোট পাখি নন। দুর্গাপুজোর সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সম্পৃক্তি। কিন্তু বিরোধীরা যাদের গতবারও তেমন উৎসাহ ছিল না, আসন্ন ভোট দখলের দৌড়ে তারাও পাল্লা দিচ্ছে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে! ভাল। ক্ষতি নেই। কিন্তু বাঙালির এই অনাবিল আনন্দে যুগ যুগ ধরে যাঁরা শামিল তাঁদের যদি বাইরের কেউ হিন্দুত্বের পাঠ দিতে আসে তাহলে ব্যাপারটা ব্যুমেরাং হতে বাধ্য। যেমনটা বিজেপির হয়েছিল কয়েক বছর আগে, ২০২১ এ।

কারণ আরএসএসের জন্ম ১৯২৫ সালে। আর দুর্গাপুজোর ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম পুজো করেছিলেন ১৯০১ সালে। সেই পরম্পরা আজও চলছে বেলুড় মঠে, বাংলার অলিতে গলিতে। তথাকথিত কোনও সনাতনী ছোঁয়া ছাড়াই।

এখন বাঙালির এই আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার পথে সনাতনীরা বাদ সাধছেন। দোহাই আপনাদের। ভোট ফুরোলেই তো কর্পূরের মতো উবেও যাবেন। সুতরাং বাংলার আবহমান পরম্পরায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না, দয়া করে। এসব কথা বলতেই হচ্ছে, কারণ গেরুয়া পার্টির আচরণ। এই পার্টির কোনও কাজই স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সবকিছুতেই ভোটের পাটিগণিত। কুসুমের ‘শরীর, কেবলই শরীরে’র মতো বিজেপির ভোট, কেবলই ভোট। দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখেই নাকি জিএসটি কমানো হয়েছে। খুব ভাল কথা। কিন্তু মহামান্য নির্মলাদেবীকে প্রশ্ন বাংলায় ভোট আসন্ন বলেই কি দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাচ্ছেন! গতবারও তো জিএসটি কমাতে পারতেন। কোভিডের পরপরই সারা দেশ থেকে এই দাবি উঠেছিল। এবারই কেন? পুজোকে ব্যবহার করেই জনসংযোগ এবং তা থেকেই বাংলা, বিহার, তামিলনাড়ু, কেরলে ইলেকশন মেশিনারির বিনির্মাণ। এতদ্দ্বারা পুজোটাকেই অসম্মান করা হচ্ছে না কি!

ভোটের বছর হলেই পুজোয় হাওয়াই জাহাজে চেপে দিল্লি থেকে এসে বিজেপি নেতাদের উদ্বোধনের ধুম পড়ে যায় কেন? বাংলার হিন্দুরা কি এতই ঠুনকো! শুধু ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ দেড়শো বছর আগে সব সনাতনীকে হারিয়ে ধর্মের বহুত্ববাদকে তুলে ধরেছেন একেবারে সহজ সরল ভাষায়— ‘যত মত তত পথ!’ সর্বজনীন হিন্দুত্বের এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনোগ্রাহী আর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে? বিজেপি নেতারা জবাব দিন। বিজেপির আরও কীর্তি কলাপ। এবং তজ্জন্য গণ প্রতিক্রিয়া। রাজধানী দিল্লির পুজোমণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখার গেরুয়া ফরমান পুজো কমিটিগুলি মেনে নেয়নি, বিদ্রোহ করেছে। এই বাংলাতেও বাঙালির উৎসবকে রাজনৈতিক জমি দখলের হাতিয়ার করা হলে প্রতিরোধ অনিবার্য। বিজেপি জেনে রাখো।

আগামী ছ’মাসে বাঙালির ভবিষ্যতের বিনির্মাণ যেন ধ্বংসাত্মক না হয়। গণতন্ত্রে ভোট আসবে যাবে। ক্ষমতা দখলের নিরন্তর খেলায় বাঙালিকে তাঁর সঠিক পথ বেছে নিতে হবে। ভেদাভেদ, হাঙ্গামা, বিভাজন কখনও যেন আমাদের দুর্বল করতে না পারে। দেশভাগ মন্বন্তর বন্যা খরা যাবতীয় দুর্যোগ এবং ব্যক্তিগত রেষারেষির ক্ষয়কে অতিক্রম করে বাঙালির এই মনটা বেঁচে থাকুক। এর বিশালতা কোনও ভিনদেশির খুঁটে বাঁধা থাকবে না কোনওদিন। বিজেপি শুনে রাখো, শহর কলকাতা পেরিয়ে বাংলার গ্রামেগঞ্জে দুর্গা পূজার অমূল্য আনন্দরতন আজ ছড়িয়ে পড়ছে, বাদ নেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার বিদেশেও। লন্ডন প্যারিস নিউ ইয়র্কে ছড়িয়ে পড়া এই বিচিত্রগামী বাঙালিকে ক্ষুদ্র ভোটবাক্সে বাঁধবে কোন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দল! সনাতনী নয়, বিভেদকামীও নয় বাঙালির সত্তা বেঁচে থাকবে সর্বজনীন উৎসবে।

মিলনের ভিড়ে, ঐক্যের জাদুতে আজও অমলিন বাঙালি সত্তার উচ্চকিত আবেগ মগ্নতা!

সুতরাং তার অনিবার্য উচ্চারণ, রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি!

বঙ্গজীবনে রূপ আসুক, জয় আসুক, যশ আসুক, বিদ্বেষ বিষ ছড়ানোর প্রয়াস নাশ হোক।

ভোটের জটে বাঙালির দুর্গাপুজো হারায়নি, এবারেও হারাবে না। বরং হারাবে তাদের যারা বাইরে থেকে এসে এই জমিতে বিভাজনের চাষ করতে চাইছেন।

‘রক্তবীজবধে দেবী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী।’

স্তোত্রটা বিজেপি যেন মনে রাখে।

সোমবার দক্ষিণ কলকাতায় পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

বাংলাকে কলুষিত করতে এলে মানুষ জবাব দেবে

হাজার পুজোর সূচনা শহর ও জেলায়

প্রতিবেদন : মহালয়ায় পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনা হয়েছে। সেই লগ্ন থেকেই কলকাতা-সহ বাংলায় শুরু হয়েছে পুজোর আবহ। রবিবার ৮০০-রও বেশি পুজো উদ্বোধনের পর সোমবার হাজার পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মূলত দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডপগুলির উদ্বোধন করেন তিনি। আর সেইসঙ্গে জেলার হাজার পুজোর সূচনা করেন ভার্চুয়ালে। পুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে সরব হন বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ নিয়ে। ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদ তিনি ফুটিয়ে তোলেন রং-তুলিতে।

এদিন বিকেলে খিদিরপুর ২৫ পল্লি থেকে শুরু করে এক-এক করে খিদিরপুর ৭৪ পল্লি, আলিপুর সর্বজনীন, কোলাহল, বেহালা নতুন দল, বড়িশা ক্লাব, অজেয় সংহতি, ৪১ পল্লি, বোসপুকুর তালবাগান, বোসপুকুর শীতলা মন্দির, আদি বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ ২১ পল্লি, গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব, কালীঘাট মিলন সংঘের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, কলকাতায় ১৫টির বেশি মণ্ডপ উদ্বোধন করেছেন। তারপর ভার্চুয়ালে উদ্বোধন করেন অন্তত এক হাজার জেলার পুজোর। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দেবাশিস কুমার, বাবুল সুপ্রিয়, রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বালিগঞ্জে ২১ পল্লিতে ছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা বাংলাকে কলুষিত করতে চায়, তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। বাংলার মানুষ ভাষার অস্মিতা রক্ষা করবে। বাংলার দুয়ার সর্ব ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষের জন্য খোলা। বিজেপির রাজনীতি কেবলই বিভাজন আর মিথ্যাচারের ওপর দাঁড়িয়ে। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐক্য আর বাংলার মানুষের শক্তি বারবার তার জবাব দিয়েছে। এই মাটির প্রাণশক্তির সামনে বিজেপির মিথ্যাচার কোনওদিনই টিকবে না। ভারত বিশ্বজনীন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের মন্ত্র। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, সকলেই মা দুর্গার নামে একত্রিত হন। এটাই আমাদের বড় শক্তি। আমি সকল ভাষাকে ভালবাসি এবং সম্মান করি। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা আমাদের নিজস্ব। কেউ তা অসম্মান করতে পারে না। যখন আমরা 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' বলি, তখন আমরা 'জয় বাংলা'ও বলি।

রাজ্য
23 September, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গুলির শব্দে আতঙ্ক গার্ডেনরিচে। উদ্ধার হয়েছে এক যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ। তবে খুন না আত্মহত্যা, নিশ্চিত নয় পুলিশ। সোমবার সকালের ঘটনা

ওদের ই-স্কোয়ার থাকলে আমাদের সঙ্গে আছে এম কিউব অভিষেক

প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে বরাবরই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ডায়মন্ড হারবারে এক অনুষ্ঠানে ফের এজেন্সিকে তীব্র আক্রমণ করলেন স্থানীয় সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপির হাতে যদি দুটো ই থাকে আমাদের হাতে তিনটে এম আছে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে নিয়ে প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা সাবজুডিস ম্যাটার। এটা নিয়ে কোনও কথা বলব না। আমি তো ইডি বা সিবিআইতে চাকরি করি না, আমি বিচারপতিও নয়, যে এই নিয়ে কথা বলব। যদি কারও তদন্ত পছন্দ না হয়, সেক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপিল করতে পারে। তবে ইডি, সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভাল। এরা গত ১০ বছর ধরে যে তদন্ত করছে তাতে কি একবারও দশ পয়সা ফেরত দিয়েছে। আমাদের সরকার সারদাকর্তাকে গ্রেফতার করেছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। বিজেপিতে যারা চলে যায়, তারা সব ধোয়া তুলসীপাতা। যারা বিরোধী দলে থাকে তাদের পিছনে এজেন্সি লেলিয়ে দাও। এছাড়া বিজেপির হাতে আছে আর কী? ওদের কাছে আছে দুটো ই। একটা ইলেকশন কমিশন আর একটা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর আমাদের আছে মা-মাটি-মানুষ। ই স্কয়ার বনাম এম কিউব। ক্ষমতা থাকলে আমাদের রুখে দেখাক।

■ পুজো গাইড প্রকাশ। ডানদিকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশের অনুষ্ঠানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বিঘ্নেই তৃতীয় সেমিস্টার মুখ্যমন্ত্রী-ব্রাত্যকে ধন্যবাদ

প্রতিবেদন : নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ধন্যবাদ জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এদিন সংসদ-সভাপতি জানান পরীক্ষা ছোট ছোট ভাগে ভাগ হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের উপর চাপ কমেছে। সেই কারণে এবার তারা পরীক্ষা দিতে অনেক বেশি উৎসাহী ও আগ্রহী ছিল, যার ফল দেখা গিয়েছে উপস্থিতিতে।

প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশ নিয়ে সভাপতি জানান, রেজাল্ট অনেক তাড়াতাড়ি হবে আশা করা যায়, তবে ছুটি আছে অনেক। তা সত্ত্বেও ওএমআর শিট স্ক্যানিং চলছে। ৩৮–৩৯ লক্ষ ওএমআর শিট আছে, সবটা দেখা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে রেজাল্ট বের করা সম্ভব হবে।

শেষ দিনে জীববিদ্যা পরীক্ষায় দুটি প্রশ্ন ভুল এসেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে, এই নিয়ে চিরঞ্জীববাবু জানিয়েছেন, দুটো প্রশ্ন ভুল ছিল। প্রশ্নের উত্তরের অপশন ভুল ছিল। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা পুরো নম্বর পাবে। অপরদিকে, এবার পরীক্ষার সময় অনেকটা কম মিলেছে বলেও অভিযোগ উঠেছিল। এ-প্রসঙ্গে সংসদ সভাপতি বলেন, সময় ইস্যু, তবে প্রশ্নের নেচারটাও ইস্যু। সময়ের বিষয় দেখা হবে, নজরে রয়েছে আমাদের। প্রশ্নের বিষয়টাও দেখা হবে। প্রশ্নপত্র, ওএমআর সব বিষয় নিয়েই বিশ্লেষণ করতে হবে।

পরীক্ষা শেষে তথ্য দিয়ে সংসদ সভাপতি জানান এবারে পরীক্ষা বাতিল হওয়ার সংখ্যা অনেক কম। ১২ দিনের পরীক্ষায় মাত্র ২ জন মোবাইল নিয়ে ধরা পড়েছে। শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য ৩ জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। মূলত এমসিকিউ ধাঁচে প্রশ্ন হওয়ার কারণেই এবারে টুকলির হার কমেছে বলে দাবি সংসদ সভাপতির।

উত্তর ভারত ছেড়ে উত্তরবঙ্গই পুজো-ভ্রমণের হট ফেভারিট

জয়িতা মৌলিক

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া...। ভ্রমণপিপাসু বাঙালির বেড়াতে যাওয়ার জন্য শুধু একটা বাহানা চাই। আর পুজোর মতো ভাল সময় বা সুযোগ আর কী আছে! যেমন আবহাওয়া, তেমন ছুটি। সবমিলিয়ে ভ্রমণপিপাসু বাঙালির আদর্শ সময়। কাছে-দূরে যে জায়গাই হোক, বাঙালি বেরিয়ে পড়েন দিঘা-মন্দারমণি-শান্তিনিকেতন-দার্জিলিং-ডুয়ার্স, একইসঙ্গে বাংলা তথা দেশের বাইরেও। তবে এবার পর্যটকের ঢল বাংলামুখী।

প্রধান কারণ দুটি। এক- উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আর দুই- কাশ্মীরের পহেলগাঁও হামলা। ভয়াবহ স্মৃতি মুছে ফেলতে পারছেন না অনেকেই। ফলে ভিড় জমছে বাংলার উত্তরে। দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স তো আছেই, পাশাপাশি অফবিট জায়গাগুলিতেও ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। একইসঙ্গে দিঘা থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, তাজপুরের পর্যটনস্থলও প্রায় ভর্তি। কিছু মানুষ অবশ্য উত্তর ভারতের আশা ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে পা রাখছেন। পছন্দের গন্তব্য কেরল। সঙ্গে আছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

বাংলার বিভিন্ন বনবাংলো বা পর্যটন আবাসের বুকিং নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভর্তি। পছন্দের ডেস্টিনেশন উত্তরবঙ্গ। কুণ্ডু ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলসের অপারেশনাল ম্যানেজার অর্ণব কুণ্ডু জানান, এবার কাশ্মীর ও গুয়াহাটিতে বুকিং কম। বেশি বুকিং হয়েছিল কুলু মানালি সিমলার জন্য। রাজ্যে দার্জিলিংয়ের বুকিং সবচেয়ে বেশি। সাগরের চেয়ে মানুষ পাহাড়কেই বেশি প্রেফার করছে। বোস ডিমস হলিডেজের কর্ণধার সুরজিৎ বসু জানান, উত্তরাখণ্ড আর হিমাচলের বুকিং সব ক্যানসেল। এখন পছন্দের ডেস্টিনেশন কেরল ও আন্দামান নিকোবর। স্টার ট্যুরের কর্ণধার অলক দত্তের মতে, কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড প্রাকৃতিক কারণে পর্যটন বন্ধ। ডুয়ার্স, তিনচুলা-র গেস্ট হাউসে প্রচুর বুকিং হচ্ছে। পিছিয়ে নেই দিঘাও। হোমস্টে বা রিসর্ট মালিকরাও বলছেন, উত্তরে অক্টোবরের মাঝখান পর্যন্ত কোনও জায়গা নেই। হ্যাপি রোডস কর্ণধার মৃন্ময় চন্দ্র জানান, কালিম্পং-এর বার্মিক, দাড়াগাঁও এবং দার্জিলিংয়ের ছোটা মাংওয়া-সমেত সব হোম স্টেতেই বুকিং কমপ্লিট। রাজ্যের পর্যটন শিল্পে জোয়ার এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ গড়ে উঠেছে হোম স্টে। তাঁর সুষ্ঠু পরিকল্পনার ফল পাচ্ছেন রাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পুজোর মরশুমে তাঁদের লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে। আর পর্যটনপ্রিয় বাঙালিও পাচ্ছে বেড়াতে যাওয়ার পছন্দসই ডেস্টিনেশন।

রাধাকান্ত দেবের জীবনী নিয়ে বই

প্রতিবেদন: অপেক্ষার অবসান। বর্ণময় রাজা রাধাকান্ত দেবের জীবনী নিয়ে বই প্রকাশিত হল। লেখক তাঁর উত্তরসূরি সৌমিতনারায়ণ দেব। যিনি শোভাবাজার রাজ পরিবারের তিরিশতম পুরুষ।

মহালয়ার দিন রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমার সামনেই বইয়ের প্রকাশ হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টরা। ছিলেন ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র শীল, দেবাশিসকৃষ্ণ দেব, সুমিতকৃষ্ণ দেব, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। বই হাতে নিয়ে লেখক সৌমিতনারায়ণ দেব বলেন, বইয়ের তথ্যগুলির ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। অনুবাদ করেছেন সিদ্ধার্থ এস কুমার। তথ্যগুলি নিয়ে ছবি এঁকেছেন প্রবীরকৃষ্ণ দেব। পাঠককে আনন্দ ও বেদনার বর্ণময় স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এই বইটির কথাগুলি স্মৃতিমেদুরতায় ভরিয়ে রাখবে এটাই বিশ্বাস করি।

■ বইপ্রকাশে লেখক সৌমিতনারায়ণ দেব-সহ বিশিষ্টরা।

■ যুব নেতা কৈলাস মিশ্রর উদ্যোগে বালিতে শুরু হল উৎসবের উপহার কর্মসূচি। সোমবার বালি হরিসভাতে এক থেকে পাঁচ নং ওয়ার্ডের ও লিলুয়া রামকৃষ্ণ সংঘ ক্লাবে ৩০ ও ৩৪ নং ওয়ার্ডের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুজো উপহার।

■ ডোমজুড় উৎসব সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে সহায়তা প্রদান। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি তাপস মাইতি-সহ বিশিষ্টরা।

কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে মাদক পাচারের চেষ্টা। নাকা চেকিংয়ে গাঁজা-সহ গ্রেফতার ৩। বেলেপোল মোড়ের কাছে তল্লাশিতে ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ

৮ দিনের কর্মসূচি চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত

২৫ সেপ্টেম্বর শুরু রাজ্যের ‘নির্মল দুর্গাপুজো’ অভিযান

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই উদ্দেশ্যে ‘নির্মল দুর্গাপুজো অভিযান’-এর ক্যালেন্ডার তৈরি করে প্রতিটি জেলাকে কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত টানা আটদিন এই কর্মসূচি চলবে। দফতর থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিটি জেলাকে শুধু কর্মসূচি পালন করলেই চলবে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ হওয়ার পর তার ভিডিও ফুটেজ দফতরে পাঠাতেও হবে। এতে প্রত্যেক জেলার অগ্রগতি সরাসরি নবান্নের নজরে আসবে। এই উদ্যোগে যুক্ত করা হচ্ছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও পরিচ্ছন্নতার কাজে নিযুক্ত কর্মীদেরও। প্রশাসন জানিয়েছে, স্থানীয় স্তরে জনসচেতনতা তৈরি না হলে এই অভিযানের কার্যকারিতা কমে যাবে, তাই সাধারণ মানুষকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশে জানানো হয়েছে, জঞ্জাল জমে থাকা জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে পরিষ্কার করতে হবে। পাশাপাশি প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার কাজে যুক্ত করার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুজোর মণ্ডপ ও জনবহুল এলাকায় ব্যানার ও পোস্টারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রশাসনের আশা, দুর্গাপুজোর মতো একটি বিশ্বজনীন উৎসবের আবহে এই উদ্যোগ জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

■ সুরুচি সংঘের ৭২তম বর্ষের থিম, থিম সং ও থিম ভিডিওর উদ্বোধনে ক্লাবের প্রাণপুরুষ ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন থিম শিল্পীরাও।

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন সুরুচি

প্রতিবেদন : প্রত্যেকবারেই কোনও না কোনও চমক থাকে সুরুচি সংঘের থিমে। এবারেও তার অন্যথা হল না। ৭২ তম বর্ষের তাদের এবারের নিবেদন আহুতি। হাইভোল্টেজ এই পুজোতে এবার থিম সং লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি গেয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আমাদের দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন সে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে তাদের এবারের থিম আহুতি। থিম প্রকাশের দিন উপস্থিত ছিলেন প্রাণপুরুষ তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, থিমশিল্পী অনির্বাণ দাস, আলোকশিল্পী দীনেশ পোদ্দার, সুরুচি সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ১৯০২ সালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুশীলন তত্ত্বের প্রেরণাতেই সৃষ্টি হয়েছিল অনুশীলন সমিতির। আগামী বছর অনুশীলন সমিতি প্রাক ১২৫ বছরে পদার্পণ করবে। এই সংগঠনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসকে সামনে রেখেই থিম আহুতি। শিল্পীরা যেভাবে জেলখানা, বিপ্লবীদের মূর্তি বা অবয়ব ফুটিয়ে তুলেছেন তা অসাধারণ।

সুরুচি সংঘই প্রথম সুরক্ষা বিমা চালু করে দুর্গাপুজোয়। যা দুর্গাপুজোর ইতিহাসে প্রথম। সমগ্র মণ্ডপ, পুজোয় কর্মরত সহযোগীদের পাশাপাশি আগত সমস্ত দর্শনার্থীদের জন্য সুরক্ষা বিমার বন্দোবস্ত রয়েছে। যার আর্থিক পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

মৃন্ময়ী রূপেই ধরা দেবেন মা। এলইডি আলোর মাধ্যমে মণ্ডপ জুড়ে তৈরি হবে এক মায়াবী আবহ। যা কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখবে দর্শনার্থীদের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুক্তির জয়গান ধ্বনিত হবে মণ্ডপ জুড়ে।

বিজেপি রাজ্যগুলিই সিপিআই মেনে কর্মচারীদের ডিএ দেয় না

প্রতিবেদন : ডিএ মামলায় শুনানি শেষ হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর। সেই দিনেই সুপ্রিম জানিয়ে দিয়েছিল কারও বক্তব্য থাকলে জমা দিতে পারবে কোর্টে। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গের পক্ষের আইনজীবী কপিল সিব্বল সোমবার হলফনামা পেশ করে সুপ্রিম কোর্টে জানান ১০টি রাজ্য সিপিআই (কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স) মেনে ডিএ দেয় না। যে ১০টি রাজ্য তালিকা আইনজীবী কপিল সিব্বল সুপ্রিম কোর্টে হলফনামায় জানিয়েছেন তার মধ্যে বেশিরভাগই বিজেপি শাসিত রাজ্য রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়। যেহেতু এই মামলার রায়দান এখনও স্থগিত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট, এর মধ্যেই সব পক্ষ তাদের বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টে জানাতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছে।

ডিএ রাজ্য সরকারের কর্মীদের অধিকার। কর্মীরা কেন্দ্রীয় হারে তা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছে, আরও সময় প্রয়োজন। আর্থিক সংকট রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত কোনও বরাদ্দ ছিল না। তারা সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ পুনর্বিবেচনারও আর্জি জানায়। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের যুক্তি ছিল, মহার্ঘ ভাতা বাধ্যতামূলক নয়। ডিএ কর্মীদের মৌলিক অধিকার নয়। তা ছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো ভিন্ন। কেন্দ্র যে হারে ডিএ দেয়, তার সঙ্গে রাজ্যের তুলনা চলে না।

গুলি করে খুন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পারিবারিক জমি বিবাদের জেরে নিজের বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে ছোট ভাইকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ করলেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক একটি জমি নিয়ে পরিবারের ভাইদের মধ্যে বিবাদ ছিল। সোমবার পারিবারিক ওই জমির মামলা নিয়ে শুনানি ছিল আলিপুরদুয়ার আদালতে। সেই শুনানি শেষ করে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে স্কুটি করে কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রামে ফিরছিলেন সুভাষ কুজুর নামে ওই ব্যক্তি। এরপর বক্সা টাইগার রিজার্ভের কাছেই পোরো এলাকায় সুভাষ কুজুরের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত ব্যক্তির শরীরে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন মিলেছে। কীভাবে খুন তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

■ দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। সোমবার পুলিশ ট্রেনিং স্কুল অডিটোরিয়ামে এই গাইড ম্যাপ প্রকাশিত হয়। কমিশনার ছাড়াও পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ট্রাফিক রিভিউ বুলেটিন ২০২৪-এর খতিয়ানও দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ২০২৫-এর পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ হয়।

বঙ্গসন্তানদের স্মরণ, ৯৫ পল্লির মণ্ডপে হাজির রামকৃষ্ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ

দেবনীল সাহা

দেশজুড়ে যখন অশুভ শক্তির হাতে আক্রান্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালির গরিমা, ঠিক সেইসময় যুগ-যুগান্তরের বাঙালি মনীষীদের স্মরণ করছে দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পুজো ৯৫ পল্লি অ্যাসোসিয়েশন দুর্গোৎসব কমিটি। রামকৃষ্ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ, যুগে যুগে বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়ে যে মহান ব্যক্তিত্বরা গোটা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছেন; নিজেদের মণ্ডপে সেই সোনার বঙ্গসন্তানদের তুলে ধরেছে যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি। ৭৬তম বর্ষে শিল্পী শক্তি শর্মার তত্ত্বাবধানে তাঁদের এবারের পুজো-ভাবনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার লাইন ‘হে বঙ্গ ভাণ্ডারে...’।

পুজো কমিটির তরফে সভাপতি বিজয় দত্তের কথায়, বাংলার মনীষীরা যুগে যুগে সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছেন, বিশ্ব দরবারের দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। তাই এবারের শারদোৎসবে তাঁদের সেই অবদানকে তথ্য-সহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মণ্ডপ সাজিয়ে তুলতে বাঙালি মনীষীদের প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। মণ্ডপ নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে রট আয়রনের পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টার অফ প্যারিস, কাঠ ও কাগজের কারুকার্য। এছাড়াও মণ্ডপসজ্জার জন্য দিঘা থেকে প্রায় কয়েক হাজার শঙ্খ আনা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে সিন্দুকও ব্যবহার করা হয়েছে। আলোকসজ্জায় রয়েছে বাড়তি আকর্ষণ। প্রতিমাতেও রয়েছে ৯৫ পল্লি সুলভ আভিজাত্য। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া-যোধপুর পার্ক এলাকায় আরও এক ঐতিহ্যবাহী পুজো বাবুবাগান সর্বজনীন। এবার গোটা বাংলার লোকসংস্কৃতি উঠে এসেছে বাবুবাগানের মণ্ডপে। এক আস্ত রাজপ্রাসাদের আদলে তৈরি হয়েছে প্যান্ডেল। বাবুবাগানের এই মণ্ডপে পুজোর আনন্দে শামিল হয়েছেন বাংলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা লোকশিল্পীরাও। শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পালের প্রতিমার সঙ্গে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণ সেন বরাটের আবহ সঙ্গীতে নজর কাড়ছে বাবুবাগানের পুজো। অন্যদিকে, ৭৪তম বর্ষে যোধপুর পার্ক সর্বজনীনের এবছরের ভাবনা ‘আদি অনন্ত হর হর গঙ্গে...’। বিশাল মণ্ডপের ছাদে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে দেবাদিদেব মহাদেবের বিরাট আবক্ষমূর্তি, যার জটা থেকে নির্গত হচ্ছেন মা গঙ্গা। আবার, সেলিমপুর পল্লি পুজো কমিটির এবছরের থিম ‘প্রহরী’।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 September, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ডাওহিলে ঘুরছে কালো চিতাবাঘ! ধরা পড়ল পথচারীর ক্যামেরায়

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গা ছমছমে ডাওহিলে ফের ঘুরে বেরাচ্ছে কালো চিতাবাঘ! ফের একবার দেখা মিলেছে বলেই খবর। সম্প্রতি এক পথচারীর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে কালো চিতাবাঘের ছবি। যা রীতিমতো ভাইরাল। এতদিন গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া হলেও এবার প্রমাণ মিলেছে ডাওহিলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে এই দুর্লভ শিকারি। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্ল্যাক প্যান্থার কোনও আলাদা প্রাণী নয়, বরং সাধারণ চিতাবাঘের এক বিশেষ মেলানিস্টিক রূপ। জিনগত কারণে তার শরীর কালো হলেও সঠিক আলো পড়লে দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

■ এই ছবিই ভাইরাল।

উত্তরবঙ্গের বনে এর দেখা পাওয়া ভীষণ বিরল ঘটনা। এই খবরে স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কারও কাছে এটি রোমাঞ্চকর, আবার কারও মনে বাড়ছে ভয়। পাহাড়ি রাস্তায় ঘোরাঘুরির সময় আচমকা ব্ল্যাক প্যান্থারের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা তাদের আতঙ্কিত করছে। তবে বন দফতর জানিয়েছে, মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। প্রকৃতিপ্রেমী ও গবেষকদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে অমূল্য মুহূর্ত। কারণ, এই ঘটনা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ডাওহিলের অরণ্য এখনও তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে প্রকৃতির অজানা বিস্ময়।

নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধনে কোচবিহারের জেলা কমিটি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল কংগ্রেসের নবগঠিত জেলা কমিটি ঘোষণা হল। সোমবার দফতরের সাংবাদিকদের সামনে ওই কমিটি ঘোষণা করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরিন্দ্রনাথ বর্মন। এদিন ২৫১ জনের নতুন জেলা কমিটি ঘোষণা করেন অভিজিৎবাবু। তিনি জানান, ৭২ জন পদাধিকারী রয়েছেন জেলা কমিটিতে। মোট ১১ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য রয়েছেন। তাঁদের নামও তিনি ঘোষণা করেন। অভিজিৎ ভৌমিক জানান, ওই কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া, বিধায়ক সঙ্গীতা রায়, বিধায়ক পরেশ অধিকারী, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান, ফজল করিম মিয়া রয়েছেন। এছাড়াও জেলা পরিষদ সদস্যরা, পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, মূল দলের সংগঠন-সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের ব্লক সভাপতিরাও রয়েছেন। সব মিলিয়ে আমন্ত্রিত সদস্য সংখ্যা ১৭৮ জন। সেইসঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে কোচবিহারে ন'টি আসনের সবগুলোতেই জয় যে তাঁদের লক্ষ্য সেটাও জানিয়ে দেন তিনি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে জেলা কমিটিতে দু'শোজনের কম ছিল। সোমবার ওই কমিটি ঘোষণা ঘিরে দলের অন্দরে আলোচনা ছিল। অভিজিৎবাবু বলেন, বিধানসভায় ৯ আসনের ন'টিতেই জিততে হলে সবাইকে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেইসঙ্গে এদিনের কমিটির তালিকায় স্পষ্ট নবীন ও প্রবীণ নেতাদের মেলবন্ধন করা হয়েছে। কমিটিতে জেলা সাধারণ সম্পাদক পদে উল্লেখযোগ্য নাম সায়ন্তন গুহ, সম্রাট কুণ্ডু, শুভজিৎ কুণ্ডু, রাকেশ চৌধুরি, শুভঙ্কর দে, রাজেশ তন্ত্রী, ভূষণ সিং, মানিক বাগচী প্রমুখ। এদিন মহিলা, শ্রমিক, যুব-সহ শাখা সংগঠনের নতুন জেলা কমিটিও ঘোষণা করেছেন দলের নেতৃত্ব।

■ নাম ঘোষণায় জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

শৈলশহরে অমরনাথ মন্দির, পর্যটকদের ভিড়

কায়েশ আনসারি • দার্জিলিং

দুর্গম পথ পেরিয়ে নয়, দার্জিলিংয়ের ম্যালেই অমরনাথ মন্দির! দর্শনে ভিড় করছেন স্থানীয়-সহ পর্যটকরাও। আসলে এবার অমরনাথ মন্দিরের আদলেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি হয়েছে ম্যালে। মণ্ডপ সেজে উঠেছে মায়াবি আলোয়। সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে প্রতিমাও। পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে পুজো চলবে দশদিন ধরে। থাকবে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। পাহাড়ের শিল্পীরা থাকবেন। এই পুজোর বিশেষত্বই হল এখানে বাংলা ও নেপালি সংস্কৃতির এক সুন্দর মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। এবারের পুজোয় অন্যান্যবারের থেকে আর একটু আড়ম্বর বেশি বলেও জানান পুজোর উদ্যোক্তারা। মহালয়ার পরদিন থেকেই দুর্গোৎসবে মেতে উঠেছেন পাহাড়ের বাসিন্দারা।

সৌজন্যে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ এবার ১ লক্ষ ১০ হাজার পুজোর অনুদান ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা গতবারের তুলনায় ২৫ হাজার টাকা বেশি। অনুদান বেশি পেয়ে এবারে পাহাড়ে পুজোর আড়ম্বর বেড়েছে। এই পুজো বৃদ্ধি পাহাড়ের অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করবে বলেও মত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যালের পুজোয় তার প্রমাণ দিল। কারণ মণ্ডপ ঘিরে বসেছে নানারকমের স্টল। শীতের পোশাক, নানা রকমের গয়না, খাবার স্টলে ভিড় চোখে পড়ার মতো। সমতলের মতো এবারেও পাহাড়ের পুজোয় ভিড়। স্টলে কেনাকাটা বেশি হওয়ায় হাসি ফুটেছে বিক্রেতাদের মুখেও। অমরনাথ মন্দির দর্শনে আসা পর্যটক এবং স্থানীয়রা প্রত্যেকেই মণ্ডপের প্রশংসার পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্থানীয়রা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই পাহাড়ের পুজো এত জাঁকজমক হয়ে উঠেছে।

ক্রেতা সুরক্ষা ভবন

■ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের সমন্বিত ক্রেতা সুরক্ষা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল। সোমবার দুপুরে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াবাড়িতে রয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। এবার স্থায়ীভবন তৈরির শিলান্যাস হল।

পুজোর অনুদান

■ সোমবার রায়গঞ্জের পুজো কমিটিগুলিকে দেওয়া হল অনুদান। এদিন রায়গঞ্জে সুদর্শনপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে এদিন চেক তুলে দেন আইসি। অপরদিকে এদিন রায়গঞ্জের অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালিত উত্তর কলেজপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন আইসি। উদ্যোক্তাদের হাতে চেক তুলে দেন তিনি।

প্রশাসনের বৈঠক

■ আইসিডিএস দফতরের কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এদিন মালদহ জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইসিডিএসের সব সুপারভাইজার ও সিডিপিও-রা। জেলাশাসক একে একে আইসিডিএস সেন্টারের কাজকর্মের খুঁটিনাটি কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। কোথাও পরিকাঠামোর ঘাটতি, কর্মীদের গাফিলতি বা কেন্দ্র পরিচালনায় কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেন।

শিক্ষকদের সংবর্ধনা

■ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান মালদহে। ছিলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ, বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষ সরকার, চেয়ারম্যান রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর ও উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের রঞ্জিত সরকার প্রমুখ।

জেলা হাসপাতালে দাঁতের এক্স-রে চালু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জেলা হাসপাতালে আরও উন্নত পরিষেবা। এবার দাঁতের এক্স-রেও হবে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উদ্যোগে সোমবার থেকেই চালু হল এই পরিষেবা। চিকিৎসক থাকলেও এই ধরনের এক্স-রে মেশিন না থাকায় সমস্যা হচ্ছিল রোগীদের। বাইরে থেকে অনেক টাকা খরচ করে দাঁতের এক্স-রে করতে হত রোগীদের। তবে এখন থেকে রোগীরা এই পরিষেবা পাবেন একেবারে বিনামূল্যে। এই মেশিন চালু হওয়ার ফলে রুট ক্যানেল থেরাপির মতো জটিল দাঁতের চিকিৎসা জেলা হাসপাতালে এখন সহজেই বিনামূল্যে করতে পারবেন রোগীরা। এই এক্স-রে মেশিনটি উত্তরবঙ্গের মধ্যে সর্বাধুনিক মেশিন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল জানিয়েছেন, আমরা সবসময় রোগীদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ডিজিটাল ডেন্টাল এক্স-রের মাধ্যমে দাঁতের সমস্যায় ভোগা রোগীরা উন্নত চিকিৎসা পাবেন। এই আধুনিক ডেন্টাল এক্স-রে মেশিন বসাতে স্বাস্থ্য দফতর ব্যয় করেছে প্রায় চার লক্ষ টাকা।

মানবিক উদ্যোগ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উৎসবের দিনে সকলেই পরুক নতুন পোশাক। এই ভেবেই দুঃস্থদের নতুন পোশাক দেওয়া হল তৃণমূলের উদ্যোগে। সোমবার ইসলামপুরে। প্রায় শতাধিক মহিলাদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। ইসলামপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতির উদ্যোগে প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে ২০ জন দুস্থদের বস্ত্র দেওয়া হয়। জেলা সভাপতি কানাইলাল আগারওয়াল, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুণ, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

23 September, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ২০০ মহিলার হাতে দেওয়া হল পুজো উপহার নতুন শাড়ি এবং মিষ্টি। ছিলেন এসপি সায়ক দাস, এডিএম (সাধারণ) অমিয়কুমার দাস, এডিএম (জেলা পরিষদ) শুভলক্ষ্মী বসু, বিধায়ক খোকন দাস প্রমুখ

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের বর্ণাঢ্য ঘট উত্তোলন দিয়ে শুরু দুর্গাপুজো

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান মহারাজার প্রতিষ্ঠিত দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরের ঘট উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বর্ধমানে শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুজো। রাজ আমলের ঐতিহ্য অনুযায়ী মহালয়ার পরের দিন সোমবার প্রতিপদে রুপোর ঘটে কৃষ্ণসায়রের চাঁদনি ঘাট থেকে জল ভরে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। এদিনের ঘটোত্তোলন শোভাযাত্রায় ভক্তেরা ছাড়াও অংশ নেন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমানের পুরপ্রধান পরেশ সরকার, বিডিএর চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামানিক-সহ অন্যরা। বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার কষ্টিপাথরের অষ্টাদশভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি এখানে আসীন রুপোর সিংহাসনে। সোমবার তাঁর ঘট উত্তোলন ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বর্ধমানে আনুষ্ঠানিকভাবে শারদোৎসবের সূচনা হল। ১৭০২ সালে স্বপ্নাদেশ পেয়ে দামোদর নদের পাড় থেকে চুনুরিদের কাছে থাকা মূর্তি উদ্ধার করে দেবী সর্বমঙ্গলাকে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। প্রতি বছর চিরাচরিত প্রথা মেনে মহালয়ার পরে প্রতিপদে দেবীর ঘটে জল ভরা হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হয় না। ৯ দিন ধরে চলবে মায়ের পুজো। তার সঙ্গে চণ্ডীপাঠ। নবমীর দিন নবকুমারী পুজোয় শেষ হয়। এছাড়াও প্রতিদিন নিয়ম মেনে দেবীর পুজা হয়, হয় ভোগ নিবেদন। আগে সন্ধিপুজোয় কামান দাগা হত। কামানের আওয়াজ শুনে আশপাশের সমস্ত জমিদার বাড়িতে সন্ধিপুজো শুরু হত। ১৯৯৭ সালের অষ্টমীর রাতে কামান দাগতে গিয়ে তা ফেটে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে। তারপর থেকেই কামান দাগা বন্ধ। আগে মেষ, মহিষ ও ছাগবলি হত। এখন তা বন্ধ।

বর্ধমানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় হাঁটলেন জেলাশাসক, বিধায়ক পুরপ্রধান-সহ হাজারো মানুষ

কৃষ্ণসায়রের চাঁদনি ঘাটে ঘটে জল ভরার পর্বে রয়েছেন ডিএম, বিধায়ক, পুরপ্রধানরা।

জঙ্গলমহলে পুজোর পোশাক বিলি, দেওয়া হল পুজো অনুদান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে ক্লাবগুলিকে পুজো অনুদানের চেক বিলি করায় পুজোর আগে খুশির হাওয়া জঙ্গলমহলে। পুজোয় সকলের পক্ষে নতুন বস্ত্র কেনা সম্ভব হয় না বলে এবারেও দুঃস্থদের পাশে এগিয়ে এল জেলা পুলিশ প্রশাসন। বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের গোহালমারা এলাকায় আয়োজন করা হয় বিশেষ বস্ত্রদান কর্মসূচি। প্রায় ১০০ মহিলার

হাতে নতুন শাড়ি, মশারি ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকেরা। পাশাপাশি শিশুদের পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে ব্লকের ১৫টি পুজা কমিটিকে রাজ্য সরকারের পুজো অনুদানের চেকও দিলেন জেলা পুলিশের আধিকারিকেরা। অনুষ্ঠানে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ডিএসপি (সদর) সমীর অধিকারী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের গাইড লাইন মেনে দুর্গাপূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবাইকেই। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। ডিএসপি এদিন বাল্যবিবাহ ও সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তাও দেন এলাকাবাসীদের। বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নীলু মণ্ডল, পুলিশ আধিকারিক নান্টু দোলাই, স্বরূপ চেল, অনির্বাণ পড়ুয়া, দীপক কেসরি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। এলাকার মানুষ জানান, পুলিশের এই উদ্যোগে তাঁরা আপ্লুত। খুশি ক্লাব কমিটিগুলিও।

হুড়মুড়িয়ে মেলায় ঢুকল ট্রেলার, মৃত ২

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : মেলা চলাকালীন আচমকা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল কন্টেনার বোঝাই ট্রেলার। ঘটনায় মৃত্যু হয় মেলা কমিটির সম্পাদক বিজয় বেরা (৪২)-সহ দোকানি রিয়া জানার (৩০)। রবিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পাঁশকুড়ার মেচগ্রামে। এক পুলিশকর্মী এবং এক সিভিক ভলেন্টিয়ার-সহ আহত ৯ জন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মেচগ্রামের কাছে মেলা চলছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাভেলার গাড়িকে ধাক্কা মেরে কন্টেনার বোঝাই ট্রেলারটি হুড়মুড়িয়ে মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। উল্টে যাওয়া গাড়ির নিচে চাপা পড়েন বেশ কয়েকজন। পাঁশকুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর উদ্ধার করে পাঁচজনকে। গুরুতর আহত দুজনকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল এবং পীতপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ঘাতক ট্রেলারটিকে আটক করে।

সরকাঠি দিয়ে খুদে দুর্গামূর্তি বানিয়ে চমক গৃহবধূ অর্পিতার

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ছোট্ট একটি প্রতিমা। কিন্তু সেটাই নজর কেড়ে নিয়েছে অনেকের। বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহির বাসিন্দা গৃহবধূ অর্পিতা সরকারের হাতে তৈরি সম্পূর্ণ সরকাঠি দিয়ে বানানো ১.৭ ইঞ্চির দুর্গাপ্রতিমা এখন সংবাদের শিরোনামে। দুই সন্তানের জননী অর্পিতার বানানো এই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ-সহ ত্রিশূলধারিণী দেবী দুর্গার কথা এখন বাঁকুড়ার ঘরে ঘরে। তবে এই অসাধ্যসাধন একদিনে হয়নি। স্বামী, সন্তান, সংসার সামলে

বাঁকুড়া

অবসর সময়ে সরকাঠি, ব্লেড আর আঠার সঙ্গে অসীম ধৈর্যের মিশেলে গৃহবধূ অর্পিতার হাতে আস্তে আস্তে পূর্ণতা পেয়েছে দেবীমূর্তি। অর্পিতা সরকার বলেন, এই কাজে আমার প্রথাগত শিক্ষা নেই। পুরো কাজটাই ভালবেসে করা। আগের বছরগুলিতে তেজপাতা, ভুট্টার খোসা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছিলাম। সন্তানদের পরীক্ষার কারণে এবার তেমন কিছু করার ইচ্ছা ছিল না। তবে মানুষের আগ্রহই নতুন করে ভাবতে সাহায্য করেছে। তাই এবারেও শেষ পর্যন্ত সরকাঠি দিয়ে এই দুর্গামূর্তি বানিয়ে ফেললাম।

শিল্পতালুকে আড্ডার ৩ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সোমবার বাঁশকোপা ইপিআইপি শিল্পতালুকে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। একটি নতুন রাস্তা ও নিকাশি নালার উদ্বোধন হয় এদিন। পাশাপাশি ডিভিসি গেটের সামনে রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস হয়। ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক ড: সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি রমাপ্রসাদ হালদার-সহ শিল্পপতিরা।

সূচনায় আড্ডা চেয়ারম্যান কবি দত্ত প্রমুখ।

শূন্যে গুলি ছুঁড়ে সোনার দোকানে লুঠ তমলুকে

প্রতিবেদন : দোকানের মালিকের মুখে সেলটেপ আটকে, শূন্যে গুলি ছুঁড়ে সোনার দোকানের সর্বস্ব লুঠ করল দুষ্কৃতীরা। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ঘটনা। অভিযোগ, বন্দুক উঁচিয়ে তিন জন তমলুকের মিলননগরে গয়নার দোকানে ঢোকে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে আসে তমলুক থানার পুলিশ। তবে কেউ ধরা পড়েনি। জানা যায়, একটি স্কুটারে মুখঢাকা তিনজন আগ্নেয়াস্ত্র বার করে ঢুকে পড়ে দোকানে। লকার খুলে গয়না ও টাকা লুট করে পালায়। দোকান মালিক বলেন, ২০ লক্ষেরও বেশি লুঠ হয়েছে। তমলুকের এসডিপিও আফজল আব্রা বলেন, অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

বাংলা ভাষার লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সীমান্তের গ্রামে সহজপাঠ

অর্ক দাস • নদিয়া

যখন দেশের বিজেপিশাসিত রাজ্যে শুধু বাংলায় কথা বলার জন্যই বাঙালিরা লাঞ্ছিত, আক্রান্ত হচ্ছেন, সেই সময় নদিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল মাজদিয়ার দুর্গাপুজোয় প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ ঘিরে গড়া থিম। সহজ পাঠের ভাবনাকে সম্প্রসারিত করে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। ছোটবেলায় যা ছিল বইয়ের পাতায়, সেই ছবি এবং অক্ষর জীবন্ত হয়ে উঠে মণ্ডপে উঁকি দিচ্ছে। কোথাও আছে সহজপাঠের সেই আমাদের ছোট নদী, কোথাও বা আমাদের কাকিমা, কিংবা আমাদের বাগান। মণ্ডপসজ্জার প্রতিটি দৃশ্যপটেই দর্শনার্থীদের মনে করিয়ে

দেবে ছোটবেলার সহজপাঠের স্মৃতিমেদুর দিনগুলিকে। নদিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত মাজদিয়া গ্রাম বারোয়ারির এবছরের দুর্গাপুজোর থিম সহজপাঠ। প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো পুজো এলাকাবাসীর কাছে বড়মার পুজো নামে পরিচিত। পুজো ঘিরে গোটা গ্রাম যেন মিলনমেলার পরিণত হয়। ক্লাব সম্পাদক পিন্টু পাল জানান, এ বছর তাঁদের ১২৫ বছর। ছোটবেলা থেকেই সহজপাঠ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি। আজ বাংলা ভাষা নিয়ে যেভাবে বাঙালি অপদস্থ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তার প্রতিবাদেই এই থিম। প্রায় এক মাস নিরলস পরিশ্রমে মণ্ডপশিল্পীরা দৃষ্টিনন্দন এই কাজটি প্রায় শেষ করে এনেছেন। থার্মোকলের উপরে বিভিন্ন শস্যদানা দিয়ে কারুকাজ করে তুলে ধরা হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থরক্ষায় এভাবে পুজো হয়ে উঠছে হাতিয়ার।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 September, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

অপরিকল্পিত উড়ালপুল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সাংসদ অভিযোগ জানানোয় বিকল্প ব্রিজ নির্মাণে সম্মতি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের ডিভিসি মোড়ে জাতীয় সড়কের ওপর অপরিকল্পিত উড়ালপুল নিয়ে সরব হয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে অভিযোগ জানান বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। সোমবার দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, তাঁর সেই দাবির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিকল্প উড়ালপুল নির্মাণে সম্মতি দিয়েছে। এই বিষয়ে স্পষ্ট অভিযোগ তুলে সাংসদ বলেন, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর যে উড়ালপুলটি তৈরি হয়েছে তা একেবারেই অপরিকল্পিত। নকশাগত ত্রুটির কারণে প্রায়ই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে। ভারী গাড়ি উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে, প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি নিয়মিত তীব্র যানজট হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। সেই কারণেই আমি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে লিখিতভাবে বিকল্প উড়ালপুলের দাবি জানাই। তার ভিত্তিতেই কেন্দ্র সাড়া দিয়েছে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই ডিভিসি মোড়ে বিকল্প উড়ালপুলের ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি শুরু হয়েছে। সমীক্ষা ও নকশা তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে। সাংসদ কীর্তির আশা, ডিপিআর গতি পেলে দ্রুত নির্মাণ শুরু হবে। আর নতুন উড়ালপুল হলে ডিভিসি জংশনের যানজটের স্থায়ী সমাধান হবে, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও কমবে।

■ সাংবাদিক বৈঠকে কীর্তি আজাদ

জাপান মাতাতে গেল পাঁড়দ্দার নাটুয়া দল

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বলরামপুরের পাঁড়দ্দা গ্রামের প্রখ্যাত ছৌ ও নাটুয়া শিল্পী হাড়িরাম কালিন্দীর হাত ধরে নাটুয়া নাচ গোটা দেশেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পুজোর মরশুমে পুরুলিয়ার নাটুয়া দলের নাচের চাহিদা ও কদর থাকে দেশজুড়ে। এবার পুজোর সময় জাপানে অনুষ্ঠান করতে রবিবার বলরামপুর থানার পাঁড়দ্দা এলাকার এক নাটুয়া নাচের দল রওনা দিল। মহালয়ার সন্ধ্যায় চারজনের এই শিল্পীদলটি রওনা দেয় পুরুলিয়া থেকে। তাঁরা প্রথমে বাসে কলকাতা পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে দিল্লি হয়ে আকাশপথে জাপান যাবেন। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানের একাধিক মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করবেন তাঁরা। এই প্রথম জেলা থেকে শুধু নাটুয়া নাচের একটি দল বিদেশ গেল। এই শিল্পীদলটি আগেও বিদেশে গিয়েছে ছৌনাচ পরিবেশন করার জন্য। নাটুয়া হল নটরাজের নৃত্য, প্রচণ্ড শারীরিক দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে পরিবেশিত এই নাচ দর্শকমনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। মানভূম কালচারাল আকাদেমির সভাপতি হংসেশ্বর মাহাত বলেন, হাড়িরামের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের হাতে নাটুয়া এখন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। জাপানগামী নাটুয়া শিল্পী জগন্নাথ কালিন্দী, নৃপেন কালিন্দী, শিকার মাহাত ও বৈদ্যনাথ মাহাত জানিয়েছেন, বিদেশে প্রথমবার হলেও তাঁরা নিশ্চিত জাপানের দর্শকদের এই নাচ ভাল লাগবে। তেমন প্রস্তুতিও তাঁদের।

■ জাপান গেল নাটুয়া নাচের দল

বিধায়ক জাকিরের বস্ত্র-খাদ্য বিলি কর্মসূচি কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত

■ বিধায়ক জাকির হোসেনের পুজোর উপহার বস্ত্রদান কর্মসূচিতে জনসমুদ্র। জঙ্গিপুরের ম্যাকেঞ্জি পার্কে। সোমবার।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : সোমবার জনসেবার অনন্য নজির গড়লেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন। ম্যাকেঞ্জি পার্কে বিশাল কর্মসূচি করে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিলি করা হয় তাঁর উদ্যোগে। কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ, মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসি-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য, একাধিক পুর কাউন্সিলর এবং তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধায়ক জাকির হোসেন বলেন, মানুষই আমার শক্তি, তাঁদের পাশে থাকাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। দুর্গাপুজোর আগে যাতে কেউ কষ্টে না থাকেন, সেজন্য এই ছোট্ট প্রচেষ্টা। এদিনের এই বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি জঙ্গিপুর ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। স্থানীয়দের মতে, দুর্গোৎসবের আগে এই উদ্যোগ অসংখ্য পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবে।

ফের ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

গণধোলাইয়ের পর আটক গৃহশিক্ষক

সংবাদদাতা, বীরভূম : রামপুরহাটে শিক্ষকের হাতে সপ্তম শ্রেণির নাবালিকা খুন কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে দিনের পর দিন শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। ছাত্রীর অভিযোগের পরেই গণধোলাই দিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক অভিজিৎ পালকে রামপুরহাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ছাত্রীর এক আত্মীয় জানান, এক বছর ধরে অভিজিৎ আমার শ্যালিকাকে প্রাইভেট টিউশন পড়াত। কিন্তু গৃহশিক্ষকতা করতে এসে দিনের পর দিন তার শ্লীলতাহানি করেছে। দীর্ঘদিন নির্যাতন সহ্য করার পর সোমবার সে পরিবারকে সব কথা জানায়। এরপরেই অভিজিৎকে খুঁজে বের করে স্থানীয়রা প্রথমে গণধোলাই দিয়ে পরে রামপুরহাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ছাত্রীটি জানিয়েছে, ভয়ে মুখ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে রামপুরহাটের এক নাবালিকার শিক্ষকের হাতে খুনের ঘটনা তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। যদি মরতে হয় তাহলে সবাইকে জানিয়েই মরব ভেবেই সবাইকে জানিয়েছি। রামপুরহাট থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে। লিখিত অভিযোগ পেলেই গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠাবে বলে জানায় পুলিশ।

রামপুরহাট

প্রকাশ্যে নাচ, মদ্যপান

প্রতিবেদন : আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে কলেজ ক্যাম্পাসে নেশা করার অভিযোগ তুলেছিল প্রতিবাদীরা। সেই সময় যাদের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছিল, তারাই নাকি বর্ধমান মেডিক্যালের ক্যাম্পাসে হস্টেল ও মাঠে প্রকাশ্যে মদ্যপান করে উদ্দাম নাচের পাশাপাশি হাতে বিয়ারের বোতল, ক্যান নিয়ে হুল্লোড় করেছে। শুধু তাই নয়, হস্টেলের একটি ঘরেই নাকি বেআইনিভাবে মদ বিক্রি হয়েছে। স্পন্দন নামে ডাক্তারি পড়ুয়াদের কমিটির বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবাদপত্রে জানান বর্ধমান মেডিক্যালের ইন্টার্ন ও হাউসস্টাফদের একাংশ। ভাইরাল হওয়া ছবিতেই দেখা যায় সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী, দেবদীপ রায়কে। যাঁরা অভয়ার খুনের পর কলেজের পরিবেশ সুস্থ করার দাবিতে সুর চড়িয়েছিলেন। এরাই এখন বর্ধমান মেডিক্যালে দাদাগিরি করছে স্পন্দন নামে কমিটি গঠন করে। কমিটির নামে টাকা তোলা হচ্ছে বলেও ছাত্রদের অভিযোগ। প্রয়োজনে অভিযোগের সমর্থনে নথি জমা দিতেও প্রস্তুত তাঁরা।

এরাই নাকি আরজি করের প্রতিবাদী!

৩৫০ বছর আগে স্বপ্নাদেশে সন্তানলাভে শুরু

মৌসুমী হাইত • সবং

দারোগাবাড়ির পুজো

সবংয়ে ৩৫০ বছরের পুরনো লবণ আন্দোলনের সময়কার দারোগা বাড়ির পুজো এখন সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। ওড়িশার কটকের জাজপুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের মোহাড়ে বসবাস শুরু করেন অবিভক্ত মেদিনীপুরের মোহাড়ের নিমকি মোহাড়ে ওঠা লবণ রক্ষণাবেক্ষণ নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত দারোগা রমাপ্রসাদ মহান্তি। দুর্গার স্বপ্নাদেশে সন্তানলাভের আশায় পুজো শুরু করে তাঁর সন্তানও হয়। ছেলের নাম রাখা হয় দুর্গাপ্রসাদ মহান্তি। বাবার শুরু করা দুর্গাপুজোকে এগিয়ে নিয়ে যান দুর্গাপ্রসাদ। পরে মহান্তি থেকে মাইতি পদবি হয় তাঁদের। ৩৫০ বছর আগে ঘটপুজো ও শালগ্রাম শিলার পুজো হত। ১৯৯৪ থেকে মূর্তিপুজা শুরু হয় এই বংশের প্রভাত মাইতির উদ্যোগে। সপ্তমীতে কেলেঘাই নদীতে ঘট তোলা হয়, অষ্টমীতে হয় প্রসাদ বিতরণ। বর্তমানে এই পুজো মাইতি বাড়ির পুজো নামেই পরিচিত। সাবেকিআনার রীতি-রেওয়াজ মেনেই পুজো প্রায় ৩৫০ বছর পেরিয়ে গেল। এখন আর লবণ তোলার জায়গা নেই। তবে সব কিছু বিলীন হলেও মাইতি বাড়ির পুজো টিকে আছে সর্বজনীন পুজো হিসাবে।

তন্ত্রসাধনার নামে যৌনহেনস্থা

আত্মঘাতী লাঞ্ছিত গৃহবধূ ধৃত অভিযুক্ত দীক্ষাগুরু

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৭ নং মলিঘাটি অঞ্চলের চক কৃপান গ্রামের এক গৃহবধূর স্বামী কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে এক ভণ্ড সাধু ওই গৃহবধূকে দীক্ষা দেওয়া এবং শারীরিক অসুস্থতা সারানোর নামে একাধিকবার অশ্লীল ব্যবহার করে। গৃহবধূর স্বামী ঝন্টু দোলুইয়ের এমনটাই অভিযোগ। আর তার জেরেই কয়েকদিন আগে এই ঘটনা কাউকে না জানিয়েই কেশপুরে বাপের বাড়ি গিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন লাঞ্ছিত গৃহবধূ। রবিবার দুপুরে ডেবরার পাটনা এলাকার বাসিন্দা ওই ভণ্ড দীক্ষাগুরু সঞ্জয় অধিকারীকে গ্রেফতার করে ডেবরা থানার পুলিশ। সোমবার তাকে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানান স্বামী ঝন্টু।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

23 September 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঝ সমুদ্রে আগুনে বিধ্বস্ত জাহাজ। পোরবন্দরের কাছে নোঙর করা সোমালিয়াগামী জাহাজটিতে ছিল চাল আর চিনি। সবই পুড়ে ছাই। তবে অক্ষত ১৪ জন নাবিকই

সংসদীয় কমিটিতে সরব ঋতব্রত

পাটশিল্পকে ধ্বংস করতে চাইছে মোদির সরকার

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রের উদাসীনতায় পাটশিল্পের ক্রমাগত অবক্ষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুললেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, পাটশিল্পকে ধ্বংস করতে চাইছে মোদি সরকার। আশ্চর্যজনকভাবে তৃণমূল সাংসদের কোনও প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারেনি কেন্দ্র। অদ্ভুত নীরবতা! ঋতব্রত যুক্তি এবং পরিসংখ্যান দিয়ে বৈঠকে তুলে ধরেন, পাটচাষিদের আদৌ পর্যাপ্ত

সহায়তা দিচ্ছে না মোদি সরকার। অর্থনৈতিক সুরক্ষা তো দূরের কথা। কাঁচাপাটের মূল্যের অস্থিরতা কীভাবে পাটশিল্পে চরম সংকট ডেকে আনছে তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, চলতি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলাবাজারে পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি ৯০০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। অথচ মজুতের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম। মাত্র ৪.৭৮ লক্ষ বেল। গোদের উপরে বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে আরও একটি সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের স্থলবন্দর দিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকায় এই সংকট আরও জটিল আকার নিয়েছে। উৎসাহিত করছে পাটের মূল্যবৃদ্ধি। জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পাট সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসঙ্গতির দিকটি তুলে ধরে তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, বেশিরভাগ কৃষকই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কম মূল্যে পাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্পের কীভাবে চরম ক্ষতি ডেকে আনছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তিনি। এরজন্য কেন্দ্রের অবাস্তব মূল্যনীতি, বাজারের অস্থিরতাকে দায়ী করেছেন ঋতব্রত।

বিদেশি ব্যাঙ্কের বিশাল ঋণের বোঝা চেপেছে আমজনতার ঘাড়ে

পিএম কেয়ার ফান্ডের ৫০ হাজার কোটি কোথায়? বিস্ফোরক তৃণমূল

প্রতিবেদন : মোদির পিএম-কেয়ারস ফান্ড নিয়ে বোমা ফাটাল তৃণমূল। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল, এই ফান্ডকে কেন্দ্র করে এক বড় মাপের দুর্নীতিকে কেমন করে আড়াল করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখেল এক্স হ্যান্ডেলে একের পর চোখা চোখা প্রশ্ন তুলে জানতে চাইলেন, পিএম কেয়ারস ফান্ডের নামে ২০২০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত আদায় করা প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা কোথায় গেল? যে তহবিলের জন্য সরকারি ওয়েবসাইট এবং জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তাকে ব্যক্তিগত তহবিল বলে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন কোন যুক্তিতে? এত বিশাল অঙ্কের ব্যক্তিগত তহবিলের কী প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীর? ২০২০-তে শুরু করা পিএম-কেয়ারস ফান্ডের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বা আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ ২০২৩ সালের পরে বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? গত ২ বছর ধরে কেন এ-ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা হয়েছে মানুষকে? সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, তথ্যের অধিকার আইনে এ-ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে পিএম-কেয়ারস দাবি করেছে, এটি

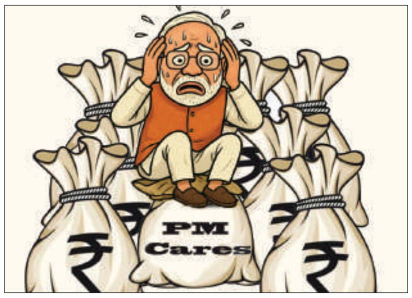

ব্যক্তিগত তহবিল, সরকারি নয়। প্রশ্ন উঠেছে, এমন অদ্ভুত এবং অযৌক্তিক অজুহাত দিয়ে কি আড়াল করা হচ্ছে আসল রহস্য? এখন তাদের নিজস্ব রিপোর্টের ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে, ২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত এই ৩ বছরে এই তহবিলে এসেছে ৩০,০০০ কোটি টাকা। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, এই টাকা ব্যবহার করা যেত ২০টি এইমস হাসপাতাল খাতে, প্রত্যেক ভারতীয়কে দেওয়া যেত কোভিড ভ্যাকসিনের একটি করে ডোজ। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য বিদেশি ব্যাঙ্ক থেকে মোদি সরকার ঋণ নিল ২৭,০০০ কোটি টাকা। এই খাতে বাজেট বরাদ্দ থেকে যা খরচ করা হয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হল এই অতিরিক্ত খরচ। এবং এই ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে দেশের জনগণকে। এই বিশাল অঙ্কের বিদেশি ঋণের সুদ বাবদ বছরে ১৫০০ কোটি টাকা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের মানুষের ঘাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, পিএম কেয়ার ফান্ডে ৩০,০০০ কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও কেন আবার নেওয়া হল ২৭,০০০ কোটি টাকা বিদেশি ঋণ? সবচেয়ে বড় কথা, ৫০,০০০ কোটি টাকার ব্যক্তিগত তহবিলের কী প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীর? তৃণমূলের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, কোভিড মহামারীর সময় হঠাৎ করেই একটি নতুন পিএম কেয়ার তহবিল গঠন করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত আমরা এখনও জানি না, অপ্রকাশিত দাতা কারা। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, গণতন্ত্রের মূল কথা ডায়ালগ, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অ্যানালগে বিশ্বাস করেন। তিনি শুধু বলেন, শোনেন না কিছুই। কোনও প্রশ্ন করার সুযোগই দেন না।

শুরু হল নতুন জিএসটি

মাখন, ঘি কনডেন্সড মিল্ক, চিজ, খেজুর, আনারস, পেয়ারা, আম, সবজি ও সাইকেল ছিল ১২%, এখন হল ৫%।

পনির ও প্যাকেটজাত ছানা ছিল ৫% হল ০।

চকোলেট, কোকো থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য, কোকোবাটার-পাউডার ছিল ১৮%, এখন হল ৫%।

পেসট্রি কেক, বিস্কুট, বেকারির তৈরি বিস্কুট ছিল ১৮%, এখন হল ৫%।

এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন, টিভি ছিল ২৮%, হল ১৮%।

বুঝিয়া, নোনতা, চানাচুর মিক্স, ২০ লিটারের প্যাকেটজাত পানীয় জল, ডায়াবেটিক ফুড ছিল ১২%, হল ৫%।

ট্যালকম পাউডার, ফেসপাউডার, হেয়ার অয়েল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, সেভিং ক্রিম, ছিল ১৮%, হল ৫%।

খাতা ল্যাবরেটরি নোটবুক, ম্যাপ, গ্লোব ছিল ১২%, হল ০।

পানমশলা, নন অ্যালকোহলিক পানীয়, ক্যাফিনজাতীয় পানীয়, তামাকপণ্য ছিল ২৮%, বেড়ে দাঁড়াল ৪০%।

৩৫০ সিসির বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন বাইক, বড়গাড়ি ছিল ২৮% হল ৪০%।

১২০০ সিসির গাড়ি, ৩ চাকার গাড়ি, ৩৫০ সিসির কমক্ষমতা সম্পন্ন বাইক-স্কুটার ছিল ২৮%, হল ১৮%।

বিমান দুর্ঘটনায় 'পাইলটের ত্রুটি'র ইঙ্গিত দুর্ভাগ্যজনক

নয়াদিল্লি: এআই ১৭১, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার রিপোর্টে 'পাইলটের ভুল'—দাবিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্টের। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার উত্তরে শীর্ষ আদালত জানায়, এভাবে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পাইলটদের দোষ দেওয়া একেবারেই 'দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দুর্ভাগ্যজনক'। ১০২ দিনেও চূড়ান্ত রিপোর্ট না আসায় অসন্তোষ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত।

গত ১২ জুন টেকঅফের কিছুক্ষণের মধ্যে গুজরাতের মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ে লন্ডনমুখী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। মেঘানিনগরে বিজে মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে বিমানটি। এই দুর্ঘটনায় ২৪১ জন বিমানযাত্রী ও ক্রু-সহ মোট ২৬০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কে সিংহের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, যদি আগামীকাল কেউ দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বলে যে যেকোনও একজন পাইলট দোষী ছিলেন, তাহলে তাঁদের পরিবারকে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হবে। কিন্তু যদি পরে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টে তাঁদের কোনও দোষ না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে?

মাঝ আকাশে বিমানের ককপিটে প্রবেশের চেষ্টা যাত্রীর, হুলস্থুল কাণ্ড

বারাণসী: মাঝ আকাশে জোর করে বিমানের ককপিটে এক যাত্রী ঢোকার চেষ্টা করলে বেধে যায় হুলস্থুল। ছড়িয়ে পড়ে বিমান ছিনতাইয়ের আতঙ্ক। কোনও মতে নিবৃত্ত করা হয় তাঁকে। পরে তুলে দেওয়া হয় সিআইএসএফের হাতে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। বেঙ্গালুরু থেকে বারাণসীগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি সকাল ৮টা নাগাদ আকাশে ওড়ার পরেই এই ঘটনা। আচমকাই নিজের আসন থেকে উঠে পড়ে ককপিটে প্রবেশের চেষ্টা করেন ওই যাত্রী। উদ্দেশ্য অবশ্য অজানা। বারাণসীতে বিমান অবতরণের পর সিআইএসএফ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

জাতের উল্লেখ চলবে না নথিতে

নয়াদিল্লি: কিছুদিন আগেই কড়া অবস্থান নিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। জানিয়েছিল, সরকারের নথিপত্রে জাতের উল্লেখ আসল সংবিধান লঙ্ঘন। জাত কোনও ব্যক্তির পরিচয় হতে পারে না। এই রায়ের উপরে ভিত্তি করেই যোগীরাজ্যে এফআইআর-সহ আইন আদালতের নথিপত্রেও জাতের উল্লেখ থাকবে না বলে নির্দেশ জারি করল প্রশাসন। জাতের পরিচয় জাহির করে চলবে না মিটিং মিছিলও। চাপে পড়ে অবস্থান বদল গেরুয়া সরকারের?

টাইফুন রাগাসা আছড়ে পড়ল ফিলিপিন্সে

ম্যানিলা: বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সোমবার ফিলিপিন্সে আছড়ে পড়েছে টাইফুন রাগাসা। প্রবল শক্তি নিয়ে উত্তর ফিলিপিন্সের পানুইটান দ্বীপে তাণ্ডব চালাল বিধ্বংসী টাইফুন রাগাসা। সঙ্গে নাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টি। সতর্কতা জারি করা হয়েছে পার্শ্ববর্তী হংকং, তাইওয়ান এবং চিনেও। ফিলিপিন্সের আবহাওয়া সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার উত্তর কাগায়ান প্রদেশের অন্তর্গত

এই বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়

পানুইটান দ্বীপে আছড়ে পড়ে টাইফুন রাগাসা। সতর্কতা জারি করে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিলিপিন্সের বাতানেস ও বাবুয়ান দ্বীপপুঞ্জেও আছড়ে পড়তে পারে টাইফুনটি। ফিলিপিন্সে এই ঝড়ের স্থানীয় নাম দেওয়া হয়েছে 'নান্দো'। ল্যান্ডফলের সময় এর গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ২৬৭ কিলোমিটার। শক্তির পরিমাপ করলে এটি একটি ক্যাটাগরি-৫ হ্যারিকেন ঝড়ের সমতুল্য। ফিলিপিন্স থেকে ঝড়টি ক্রমশ হংকং, ম্যাকাও এবং চিনের গুয়াংদং প্রদেশের দিকে এগোবে বলে আশঙ্কা। টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে টাইফুনের সম্ভাব্য

গতিপথে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে ফিলিপিন্স প্রশাসন।

আজ জুবিন গর্গের শেষকৃত্য হাতিমুরায়

নয়াদিল্লি: প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গের শেষকৃত্য হবে আজ। গুয়াহাটিতে কামারকুচি এনসি গ্রামের হাতিমুরায় ১০ বিঘা জমিতে হবে শেষকৃত্য। সেখানেই নির্মিত হবে স্মৃতিসৌধ। সংরক্ষণ করা হবে তাঁর পায়ের ছাপও। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। গায়কের কাহিলি পাড়ার বাসভবনে গিয়ে পায়ের ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের লিভসডেন স্টুডিওতে 'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে' ছবির শুটিং চলাকালীন মাথায় চোট পেয়েছেন হলিউড অভিনেতা টম হল্যান্ড। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চোট খুব গুরুতর নয়

খাইবার পাখতুনখোয়ায় বোমা ফেলল পাক বায়ুসেনা, নিহত ৩০

ইসলামাবাদ: সোমবার ভোরে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের একটি গ্রামে পাক বিমানবাহিনীর বোমা হামলায় কমপক্ষে ৩০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের তালিকায় একাধিক নারী ও শিশুও আছে। স্থানীয় সময় ভোর ২টোর দিকে জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান থেকে পাশতুন অধ্যুষিত মাত্রে দারা গ্রামে আটটি এলএস-৬ বোমা ফেলা হয়। এই বোমা হামলায় গ্রামের একটি বিরাট অংশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় বহু মানুষ জখম হয়েছেন। তবে আহতদের সঠিক সংখ্যা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুসারে, পাকিস্তান বায়ুসেনা পূর্বপরিকল্পিত

হামলা চালিয়ে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর লুকিয়ে থাকার স্থানগুলিকে লক্ষ্য করে বোমা ফেলেছে। তবে, পাক বায়ুসেনার হামলার শিকার হওয়া সবাই সাধারণ নাগরিক ছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী পর্বতময় এলাকায় লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। রবিবার, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ঘোষণা করে যে ডেরা ইসমাইল খান জেলায় একটি গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযানে টিটিপির সাতজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা, ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস এক বিবৃতিতে জানায়, নিহত সাতজনের মধ্যে তিনজন আফগান নাগরিক এবং দু'জন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ছিল। এর আগে ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর খাইবার পাখতুনখোয়াতে দুটি পৃথক সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩১ জন টিটিপি জঙ্গি নিহত হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়েছে, বিশেষ করে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলিতে। গত সপ্তাহেই পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আফগানিস্তানকে হুমকি দিয়ে বলেন, তাদের সন্ত্রাসবাদী বা পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনও একটি পক্ষ বেছে নিতে হবে।

ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে ধাক্কা খেল দেশের রফতানি বাজার

নয়াদিল্লি: ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে ভারতের রফতানিক্ষেত্র কতটা চাপে পড়েছে তার নমুনা সামনে এল। ভারত-আমেরিকার বাণিজ্যিক সংঘাত ও ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের রফতানিতে জোর ধাক্কা দিল। বাণিজ্যিক পরামর্শদাতা সংস্থা গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত চার মাসে ভারত থেকে আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্যের রফতানি ২২.২ শতাংশ কমেছে। মে মাসে ৮৮০ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছিল। অগস্টে তা কমে হয়েছে ৬৯০ কোটি ডলার।

প্রসঙ্গত, গত জুলাই মাসে ভারতীয় পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তা আরও বাড়িয়ে শুল্ক-জরিমানা বাবদ ৫০ শতাংশ ঘোষণা করেন তিনি। শুল্কের কতটা প্রভাব পড়ছে দেশীয় পণ্যের রফতানি, তা সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আরও স্পষ্ট হবে বলে মত অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের। তবে জিটিআরআই রিপোর্টের একটি উদ্বেগজনক দিক হল, যে পণ্যগুলিতে আমেরিকা শুল্ক চাপায়নি, সেগুলির রফতানিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, স্মার্টফোন, ওষুধ, পেট্রোপণ্যের মতো কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকা শুল্ক না চাপালেও এই পণ্যগুলির রফতানির ৪১.৯ শতাংশ কমে গিয়েছে। এর মধ্যে শুধু স্মার্টফোন রফতানিই কমেছে প্রায় ৫৮ শতাংশ। মে মাসে প্রায় ২৩০ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হলেও অগাস্টে তা কমে হয় ৯৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ওষুধ রফতানিও কমেছে ১৩.৩ শতাংশ। ধাক্কা খেয়েছে পোশাক এবং গয়না ও মূল্যবান রত্নের রফতানি। রিপোর্ট অনুসারে, গত চার মাসে ভারত থেকে আমেরিকায় বস্ত্র রফতানি প্রায় ৯.৩ শতাংশ কমেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র সুতির বস্ত্রের রফতানিই কমেছে প্রায় ৬৬.৭ শতাংশ। গয়না এবং রত্নের রফতানি কমেছে প্রায় ৯.৩ শতাংশ। এই পরিস্থিতি থেকে ভারতীয় রফতানিকারকদের রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকার আরও বেশি ভরতুকি দিক, সেই দাবিও উঠেছে।

বিজেপি শূন্য হলেই জিএসটিও জিরো

(প্রথম পাতার পর)

জিনিস— আবার নোটবন্দিতেও একই। বিজেপি কৃষি আইনের কথা বলেছিল। তারও কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। এত বড় বড় কথা। অপারেশন সিঁদুর-এর সময় বলেছিল ব্লাড অ্যান্ড ওয়াটার ক্যান নট ফ্লো টুগেদার, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত ক্রিকেট ম্যাচ খেলবে কেন? আপনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে আগে আমাদের দখলে আনুন। আমাদের নেত্রী কিন্তু আগেই বলে দিয়েছেন রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও আমরা এই বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে আছি। তাঁরা যা করবে আমরা সমর্থন করব। কিন্তু বিজেপির দ্বিচারিতা বারবার প্রমাণিত। নোটবন্দি করে ১৪০ জন লোক নোটবদলের লাইনে দাঁড়িয়ে মারা গেল, এর দায় কার? সিএএ-র জন্য আমার এলাকার ফলতায় একজন কিশোর আত্মহত্যা করল। আমি তার বাড়ি গেছিলাম। এ দায় কার? আমি জিএসটি ঘোষণা করলাম, কিন্তু তার কোনও বাস্তবায়ন নেই, কারণ, অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। এরা ক্ষমতায় আছে, কিন্তু এদের কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। পাওয়ার উইদাউট অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এটা একটা ডেডলি কম্বিনেশন। এদের তো জবাব দিতে হবে। রাজ্যে আমাদের সরকার গত ১৪ বছরে কী কাজ করেছে তার হিসেব আছে। আমি এমপি হিসেবে কী কাজ করেছি, বছর ধরে ধরে তার হিসেব দিতে পারি। এটা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে না কেন? অভিষেক বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, আপনারা বলুন, গত ১০ বছরে আপনারা ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মিলিয়ে বাংলা থেকে কত টাকা নিয়ে গিয়েছেন, আর কত টাকা বাংলাকে দিয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছিলেন, আবাসে দিয়েছি, একশো দিনে টাকা দিয়েছি, আমরা পাল্টা বলেছিলাম শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন, পেরেছে করতে? জিএসটি কারা করেছিল? এ কেমন

জিএসটি? জিরের ওপর জিএসটি ১৮ শতাংশ আর হিরের ওপর জিএসটি ৩ শতাংশ! বাচ্চাদের দুধ, সেখানে জিএসটি, বিস্কুট সেখানেও জিএসটি, গায়ে মাখার তেল থেকে রান্নার তেল, আটা, জামা, জুতো, খাতা, পেন— সবেতেই জিএসটি। এখন বাধ্য হয়ে জিএসটি কমাচ্ছে। এই হার আরও কমবে। এদের যদি ইচ্ছে থাকত তাহলে চার বা তিন বছর আগে কমতে পারত। কিন্তু তখন ওরা ভেবেছিল ধর্মে-ধর্মে বিভেদ তৈরি করে ভোটে জিতবে। কিন্তু হচ্ছে না দেখে এখন বাধ্য হয়ে জিএসটি কমাচ্ছে। অযোধ্যায় এত বড় করে মন্দির বানাল, সেখানেও হেরেছে। মানুষ ওদের প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলার মানুষ তো পথ দেখিয়েছে। ২০১৪, '১৯, '২১, '২৪, পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত সব জায়গায় গোহারা হারিয়েছি। তাই ওদের এত রাগ।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা আয়োজিত, দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপ ও সাইবার সেলের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগটি সকল বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যাতায়াতের তথ্য সহজেই পাওয়া যাবে এবং বাংলার সবচেয়ে প্রিয় উৎসবের সময় জনসাধারণের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে।

ভোটের আগে গৃহযুদ্ধ শুরু যাদব-পরিবারে

পাটনা: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কার্যত গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি লালুপ্রসাদের পরিবারে। নির্বাচন যত কাছে আসছে ফাটল ধরা পড়ছে বিহারে আরজেডির সংসারে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ইস্যুতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বড় ছেলে তেজপ্রতাপকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন আরজেডি সুপ্রিমো। আর এবার দলের পদ নিয়ে অশান্তিতে সরব লালু কন্যা রোহিণী আচার্য। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তেজপ্রতাপ বা রোহিণী দু'জনেরই ক্ষোভের তির লালুর রাজনৈতিক উত্তরসূরি ও যাদব পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র তেজস্বী যাদবের দিকে।

বিধানসভায় টিকিট পাওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে শোরগোল। চলতি বছরেই চারিত্রিক সমস্যা নিয়ে অভিযোগের জেরে বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদবকে আরজেডি থেকে বহিষ্কার করেছেন লালুপ্রসাদ যাদব। এরপর ভোটের মুখে নতুন মাথাব্যথা রোহিণী।

সম্প্রতি তেজস্বী যাদবের সহকারী সঞ্জয় যাদবকে নিয়ে অশান্তি লালুর সংসারে। দলে সঞ্জয়ের গুরুত্ব বাড়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন লালুর দ্বিতীয় কন্যা রোহিণী। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ইঙ্গিত দেন তিনি। পাল্টা রোহিণীর বিধানসভা টিকিটের লোভ নিয়ে কটাক্ষ সঞ্জয় যাদবের। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিধানসভার টিকিটের প্রয়োজন নেই বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন লালুকন্যা। সেইসঙ্গে নিজের কিডনি বাবা তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবকে দান করা নিয়েও অতীত স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি তিনি।

সম্প্রতি পারিবারিক দ্বন্দ্বে ভাঙন দেখা গিয়েছে তেলেঙ্গানার বিআরএস শিবিরে। দল থেকে মেয়ে কে কবিতাকে বহিষ্কার করেছেন বিআরএস প্রধান কে চন্দ্রশেখর। এবার অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার আরজেডি। এখানেও বাবা-মেয়ের দ্বন্দ্বে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আরজেডি কর্মী-সমর্থকরা। যদিও আরজেডির একাংশের দাবি, মনোমালিন্য সাময়িক। সম্প্রতি বিহার জুড়ে ভোটার অধিকার যাত্রাতেও ভাই তেজস্বীর পাশেই ছিলেন রোহিণী।

প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ব্রিটেন-সহ একাধিক দেশের, তোপ দাগল ক্ষুব্ধ ইজরায়েল

লন্ডন: আমেরিকার আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে প্যালেস্টাইনকে পৃথক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল ওয়াশিংটনের বন্ধু দেশ ব্রিটেন। এতে আমেরিকার পাশাপাশি প্রবল ক্ষুব্ধ ইজরায়েল। তাদের দাবি, এই পদক্ষেপ আসলে হামাসের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকেই শক্তি জোগাবে। তবে শুধু ব্রিটেনই নয়, ইউরোপের অন্যতম দুই দেশ ফ্রান্স ও বেলজিয়ামও ব্রিটেনের পথে হাঁটতে পারে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার ভিডিও বার্তা পেশ করে জানিয়েছেন প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিচ্ছেন তাঁরা। সেই পথে হেঁটেছে একে একে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও পর্তুগালও। এই দেশগুলিও প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে রবিবার। তালিকায় রয়েছে লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, সান মারিনো।

এর আগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্মেলনে প্যালেস্টাইনের সপক্ষে বক্তব্য পেশের জন্য সম্মতি পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। সম্মতির সেই ভোটাভুটিতে প্যালেস্টাইনের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে ভারত। পাঁচ বিরোধী দেশের মধ্যে ছিল ইজরায়েল, আমেরিকা, পালাউ, প্যারাগুয়ে এবং নারাউ।

তবে রবিবার থেকে প্যালেস্টাইন ইস্যুতে বিশ্ব-রাজনীতি নতুন মোড় নিয়েছে। সরকারি বিবৃতি জারি করে ব্রিটেন সহ কয়েকটি দেশ প্যালেস্টাইনকে সমর্থনের পরই কার্যত হুমকির সুর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর গলায়। হেস্তনেস্ত করতে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন দাবি করে তিনি বলেন, যাঁরা প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করছেন তাঁরা আসলে ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদীদের পুরস্কৃত করছেন। বহু বছর ধরে অনেক চাপের পরেও সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র তৈরির বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে সম্প্রতি বিশ্বে যে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হল তার জবাব আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই দেব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেলিস্কোপ
23 September, 2025 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

মৌমাছির বিষে রয়েছে কর্কটরোগ-প্রতিরোধী গুণাগুণ। সাম্প্রতিক গবেষণায় এমনটাই জানা গেল। মৌমাছি কামড়ালে যে যন্ত্রণা হয়, তার জন্য দায়ী 'মেলিটিন' নামক এক উপাদান। এই মেলিটিনেই রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধের অপার ক্ষমতা

খাবারের পর রক্ত-শর্করার হঠাৎ ঊর্ধ্বগতি যেন নিঃশব্দে শরীরে বাজায় বিপদের ঘণ্টা। এই নীরব সংকেতকে থামাতে বিজ্ঞান এনেছে নতুন আশার দিগন্ত— গ্লুব্লক। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের ছোঁয়ায় গড়া এই পরিপূরক খাদ্য আজ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এক নীরব সহযোদ্ধা। সে-বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

ডায়াবেটিস রুখতে নীরব বন্ধু

মিষ্টিই যত অনাসৃষ্টির কারণ

ভারতে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ এক নীরব অতিমারি। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের ২০২১ সালের ডায়াবেটিস অ্যাটলাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত, আজ ভারতবর্ষে প্রায় ১০.১ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিস পীড়িত। এর অন্যতম সূচক হল পোস্ট প্রানডিয়াল ব্লাড গ্লুকোজ, অর্থাৎ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। এই মাত্রা যদি প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ১৪০ মিলিগ্রাম ছাড়িয়ে যায়, তবে তা প্রাক-ডায়াবেটিসের ইঙ্গিত; কিন্তু যদি ২০০ মিলিগ্রাম ছাড়ায় তাহলে তা স্পষ্টতই ডায়াবেটিস। গবেষণায় দেখা গেছে, শহুরে জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০% মানুষ খাবারের পর অতিরিক্ত গ্লুকোজ বৃদ্ধির শিকার। ফল— নানারকম শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। কিন্তু নিয়মিত হাঁটা, সুষম খাদ্য ও স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখলে পরিস্থিতি অনেকক্ষেত্রেই সামাল দেওয়া যায়। গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী নতুন প্রযুক্তিও এ-ক্ষেত্রে আশার আলো। তবে খাবারের পর রক্তে শর্করার এই ওঠা-নামাই ডায়াবেটিসের প্রথম সতর্ক ঘণ্টা। সচেতনতার প্রশ্ন উঠতেই, বলা ভাল ডায়াবেটিস রুখতে বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে অসীম সম্ভাবনাময় 'গ্লুব্লক'।

আমরা জানি, দেহজগতের প্রতিটি কোষ যেন এক-একটি অধ্যায়— এককেন্দ্রিক না হলেও একান্ত আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং এই জটিল শারীরতন্ত্রের অন্যতম নিয়ামক হল রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা। খাওয়ার পর হঠাৎ করে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে পোস্ট প্রানডিয়াল ব্লাড গ্লুকোজ সার্জ, তা যদি বারবার ঘটে, তবে নিঃশব্দে আমাদের শরীরে জন্ম নেয় নানা বিপদ— ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এমনকী স্নায়ুতন্ত্রের নানা অসুখের আশঙ্কা। এই শারীরবৃত্তীয় চক্রে এক নতুন সংযোজনের বাণিজ্যিক নাম গ্লুব্লক। এটি একটি ফুড সাপ্লিমেন্ট বা প্রাকৃতিক খাদ্যসম্পূরক যা গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও খাওয়ার পর গ্লুকোজের হঠাৎ বৃদ্ধিকে আশ্চর্যজনকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। বৈজ্ঞানিক মহল ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আগামীদিনে গ্লুব্লকের উপর অনেকটাই ভরসা রাখছেন।

একটি পাইলট স্টাডি, একঝলক ভবিষ্যৎ

২০২৩ সালের ১২ জুলাই ভারতবর্ষের তেলেঙ্গানার মাই পুরা ভিদা ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে মিঃ চৈতন্য চক্রবর্তী গালি এবং মিসেস ললিতা পালে 'রিসার্চ স্কোয়ার' নামে একটি জার্নালে গ্লুব্লকের কার্যকারিতার উপর একটি গবেষণামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তখন যদিও বিষয়টি পুরোপুরি পরীক্ষালব্ধ ছিল না। পরবর্তীতে, গত বছর ১১ জুলাই ভুবনেশ্বর এইমসের ডঃ গিরিপ্রসাদ ভেনুগোপাল, ডঃ ঋষিকেশ দাশ, ডঃ শিবানী অগ্রবাল, ডঃ সায়ন্তন রয়, ডঃ প্রশান্তকুমার সাহু এবং ডঃ বালামুরুগন রামদাস একত্রে 'এমডিপিআই' জার্নালে গ্লুব্লকের উপর পরীক্ষালব্ধ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

গবেষণাটি ছিল ডাবল-ব্লাইন্ড, প্লেসেবো-নিয়ন্ত্রিত পাইলট স্টাডি— যেখানে নমুনা ব্যক্তির কেউই জানতেন না কে উচ্চ শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করছেন এবং কে গ্লুব্লক গ্রহণ করছেন। এই ধরনের গবেষণা বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দেখা গেছে, গ্লুব্লক গ্রহণকারী গ্রুপে খাবারের পর গ্লুকোজ বৃদ্ধির গতি ছিল লক্ষণীয়ভাবে ধীর এবং নিয়ন্ত্রিত, যেখানে প্লেসেবো গ্রুপে তা ছিল দ্রুত ও তীব্র। বলা ভাল, গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্করা, যাঁদের উপর খাবারের আগে এবং পরে গ্লুকোজ মাপকাঠি প্রয়োগ করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গ্লুব্লক ব্যবহারে শরীর যেন খাবার থেকে শর্করা শোষণ করার সময় কিছুটা ধীর গতি নেয়— যেন একধরনের জৈবিক সাবলীলতা এনে দেয়।

কীভাবে কাজ করে গ্লুব্লক?

গ্লুব্লক হল একটি প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জাত খাদ্য-মিশ্রণ যা মূলত আপেলের (মুলাস ডোমেস্টিকা) খোসা বা বীজ ও হোয়াইট মাল বেরি (মোরাস আলবা এল) বা সাদা তুঁতের পাতা থেকে তৈরি। বৈজ্ঞানিক কেরামতিতে ওই দুটি ফলের বিশেষ অংশ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে গ্লুব্লক তৈরি করা হয়। এর মধ্যে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমন, কোয়ারসেটিন, ফ্লোরিডজিন, ক্যাটেচিন, রুটিন ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিডের মতো শক্তিশালী পলিফেনল ও ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে। এই উপাদানগুলো খাবারের পর রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে বাধা দেয়, বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট বা চিনি-সমৃদ্ধ খাবারের পর। গ্লুব্লক সাধারণত স্বাস্থ্য পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আমরা জানি, হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত খাবার, যেমন ৩০০ গ্রাম চালের ভাত কিংবা ৪০০ এমএল জলে প্রায় ৭০ গ্রাম চিনির সরবত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে যেমন রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাওয়া, তেমনি ইনসুলিন প্রতিরোধ গড়ে ওঠা, ওজন বৃদ্ধি এবং রক্তে শর্করার হঠাৎ পতন বা গ্লুকোজ ক্র্যাশের মতো বিপর্যয়ও ঘটে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, গ্লুব্লকের মূল উপাদান হল প্রাকৃতিক ফাইবারসমৃদ্ধ জৈব যৌগ— যা পাচনতন্ত্রে শর্করার ভাঙনকে বিলম্বিত করে। সহজভাবে বললে, এটি আমাদের হজম প্রক্রিয়ায় এমন একটি 'বাঁধ' তোলে, যা খাবারের পর গ্লুকোজ যেন বন্যার মতো রক্তপ্রবাহে না ঢোকে, বরং নদীর স্রোতের মতো ধীরে, নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবেশ করে। ফলে, শরীরের ইনসুলিনের ওপর চাপ কমে যায় এবং দেহকে নিজের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসার সময় দেয়। এই প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে শুধু ডায়াবেটিস প্রতিরোধেই নয় বরং ওজন নিয়ন্ত্রণ, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক বিপাকতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

ভবিষ্যতের কথা

গ্লুব্লককে আমরা একটি কার্যকরী 'টুল' হিসেবেও দেখতে পারি, আবার একটি চিকিৎসাগত দর্শন হিসেবেও। এটি শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে, তাকে স্বাভাবিক ছন্দে চলতে সহায়তা করে। এর নেই কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, আছে শুধু সহযোগিতা; নেই কোনও প্রকার ডিসঅর্ডারের চোখরাঙানি, এর গুণে রয়েছে এক অদ্ভুত শারীরবৃত্তীয় সমন্বয়। বিজ্ঞানীদের অনন্য খোঁজ এই গ্লুব্লক। কেননা, বিজ্ঞানের কাজ কেবল সমস্যা শনাক্ত করা নয় বরং সেই সমস্যার প্রতি মানবিক সমাধান খোঁজা। গ্লুব্লকের গবেষণা তারই এক আশানুরূপ অধ্যায়। প্রতিদিনের খাওয়াকে শুধুই রসনার তৃপ্তি না ভেবে, যদি আমরা দেহের সাথে সঙ্গতি রেখে চিন্তা করি— তবে এই প্রকার খাদ্যসম্পূরক অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন ডায়েট চার্টে গ্লুব্লকের উপস্থিতি আমাদের সুস্থ জীবনের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

যদিও এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক স্তরে, তবে এর সম্ভাবনা অসীম। ভবিষ্যতে ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা, দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং নিরাপত্তা-বিষয়ক আরও বিস্তৃত গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু একথা বলা যায়— এই পাইলট স্টাডি এক সম্ভাবনাময় বার্তা বহন করে : খাদ্য যদি হয় ওষুধ, তবে প্রকৃতির কাছেই হয়তো আছে তার উত্তর।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শাহিনদের এড়ালেও গম্ভীরের নির্দেশে আম্পায়ারদের সঙ্গে হাত মেলালেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা

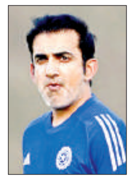

৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফের লিগ জয় ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয়বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। শনিবারই আইএফএ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিল, গতবারের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেই মতো সোমবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে লাল-হলুদের ফুটবলারদের হাতে গতবারের লিগের ট্রফি তুলে দেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এর পর ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ২-১ গোলে হারিয়ে এবারের কলকাতা লিগও চ্যাম্পিয়ন হলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকেরা। ম্যাচটা ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু বিনো জর্জের ছেলেরা জিতেই উৎসবে মাতলেন। জোড়া লিগ জয়ের বাঁধভাঙা আনন্দে সামিল হলেন লাল-হলুদ সমর্থকরাও। গ্যালারিতে জ্বলল মশাল। বাজি ফাটল একের পর এক। সব মিলিয়ে যেন আগাম দীপাবলি ইস্টবেঙ্গল মাঠে।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু একের পর এক গোলের সুযোগ নষ্ট হচ্ছিল। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে প্রথমার্ধেই পাঁচ গোলে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল লাল-হলুদের। অবশেষে ৩৮ মিনিটে প্রথম গোল। সায়নের জোরালো শট ইউনাইটেডের গোলকিপার আংশিক সেভ করলে, ফিরতি বল জালে জড়ান ডেভিড। বিরতির ঠিক আগে সায়নের শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে, তখনই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালিয়েছিল ইউনাইটেড। অন্যদিকে, সায়নরা কিছুটা হলেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করেন। সেই সুযোগে ৮৮ মিনিটে ১-১ করে দেয় ইউনাইটেড। ডানদিক থেকে ইস্টবেঙ্গল বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন শ্রীনাথ। হেডে গোল করে যান অমিত বসাক। তবে এক মিনিটের মধ্যেই ২-১ করে ফেলে ইস্টবেঙ্গল। গুইতের শট রুখে দিয়েছিলেন ইউনাইটেড গোলকিপার। কিন্তু ফিরতি বল চমৎকার প্লেসিংয়ে জালে জড়ান শ্যামল বেসরা। আর এই গোলেই লাল-হলুদের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এই নিয়ে ৪১ বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, আইএফএ শিল্ডে ছয় বিদেশি নথিভুক্ত করা গেলেও, ম্যাচে খেলতে পারবে চারজন।

ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের হাতে গতবারের লিগ জয়ের ট্রফি তুলে দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সোমবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে।

ভারতে বোল্ট

মুম্বই : ফুটবল ম্যাচ খেলতে ভারতে আসছেন স্প্রিন্ট লেজেন্ড উসেইন বোল্ট। বেঙ্গালুরুতে এই ম্যাচ হবে ১ অক্টোবর। অলিম্পিক্সে আটটি সোনার পদকজয়ী অ্যাথলিট খেলবেন ফুটবলার, বলিউড তারকা ও অন্যান্য দিকপালদের সঙ্গে। পুমার দু'দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে এই খেলাটি হবে। বোল্ট ম্যাচের দুই অর্ধে খেলবেন বেঙ্গালুরু এফসি ও মুম্বই সিটির হয়ে। অ্যাথলেটিক্সের বাইরে ফুটবলের প্রতি গভীর ভালবাসা রয়েছে বোল্টের। অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নেওয়ার পর এই ভালবাসা আরও বেড়েছে কিংবদন্তি স্প্রিন্টারের।

ট্রফি মেয়েদের

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ডকে ৮১ রানে হারিয়ে ছত্তিশগড় সিনিয়র টি ২০ টুর্নামেন্ট জিতলেন বাংলার মেয়েরা। সোমবার প্রথমে ব্যাট করে বাংলা তুলেছিল ১৩৫-৩। স্বস্তি মণ্ডল করেন ৪২ রান। এরপর ঝাড়খণ্ড ১৬.৪ ওভারে অল আউট হয়ে যায় ৫৪ রানে। চন্দ্রিমা বিশ্বাস, সাইকা ইশাক, সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও মনিকা মাল দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। এদিকে, বাংলার অনূর্ধ্ব ১৯ দল এদিন প্রস্তুতি ম্যাচে ঝাড়খণ্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে। চন্দ্রহাস দাস ৬২ রানে নট আউট থেকে যান। তবে কটকে অনূর্ধ্ব ১৯ আমন্ত্রণী টুর্নামেন্টে বাংলার মেয়েরা ওড়িশার কাছে ৫ রানে পরাস্ত হয়েছেন। আগে ব্যাট করে ১৫ ওভারে ওড়িশা তুলেছিল ৭৯-২। জবাবে বাংলা ১৫ ওভারে তোলে ৭৪-৭।

দলে ডি'কক

জোহানেসবার্গ : অবসর ভেঙে ফের পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে ফিরলেন কুইন্টন ডি'কক। দু'বছর আগে একদিনের বিশ্বকাপের পর অবসর নিয়েছিলেন ডি'কক। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজের দলে তিনি ফিরেছেন। ডি'কক দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে শেষবার কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে। তবে এরপর আর তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি। যদিও বিশ্বের বিভিন্ন টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছিলেন ডি'কক। এমনকী গত আইপিএলেও খেলেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড বলেছেন, ডি'কক ফিরে আসায় দল আরও শক্তিশালী হল। গত মাসে ওর সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছিলাম, দেশের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।

সিএবিতে নতুন ইনিংস সৌরভের

সভাপতির চেয়ারে সৌরভ। পাশে স্নেহাশিস ও নতুন কমিটির সদস্যরা। সোমবার।

প্রতিবেদন : আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সোমবার সিএবির ৯৪তম বার্ষিক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নতুন সভাপতি ঘোষণা করা হল। সিএবির ইলেক্টোরাল অফিসার সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায় প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি ও জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি ছাড়াও দায়িত্বে এলেন সহসভাপতি হিসাবে নীতীশরঞ্জন দত্ত, সচিব হিসাবে বাবলু কোলে, যুগ্মসচিব হিসাবে মদনমোহন ঘোষ ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে সঞ্জয় দাস। এছাড়া এদিন বার্ষিক সভায় অ্যাপেক্স কমিটির সদস্যদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সদস্যদের মধ্যে আছেন সৌমিক বোস, নীলাঞ্জনা বোস, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, রবি টোডি প্রমুখ। বিদায়ী সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সফলভাবে ইডেনে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট করতে পারার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে এদিনের এজিএমে উপস্থিত ছিলেন নতুন সভাপতি সৌরভ ও প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার এবং বর্তমানে মেন্টরের দায়িত্বে থাকা ঝুলন গোস্বামী।

চ্যাম্পিয়ন ত্রিনবাগো

গায়ানা : ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হল ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ফাইনালে ৩ উইকেটে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে। এই নিয়ে পঞ্চমবার এই খেতাব জিতল ত্রিনিবাগো। দলের সাফল্যে অভিন্দন জানিয়ে শাহরুখ পোস্ট করেছেন, সিপিএল ট্রফি আমাদের। আমাদের ছেলেদের তরফে অসাধারণ উপহার। অভিনন্দন, তোমরা প্রত্যেকে এই টুর্নামেন্ট হৃদয় দিয়ে খেলেছো। যদি আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতাম। তবে পরেরবার অবশ্যই থাকব।

ছোটদের ফুটবলেও হেরে গেল পাকিস্তান

প্রতিবেদন : ক্রিকেটের পর এবার ফুটবল! এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবদের জয়ের রেশ পুরোপুরি কাটার আগেই অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ ফুটবলে পাকিস্তানকে হারাল ভারত। সোমবার কলম্বোয় ব্লু টাইগার্সরা ৩-২ গোলে হারিয়েছে পাকিস্তানকে। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ বি-র শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে গেল ভারত (৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট)।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ৩১ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গাংতে। অধিনায়ক ড্যানি সিংয়ের ক্রস থেকে জোরালো শটে গোল করেন তিনি। যদিও খেলার গতির বিরুদ্ধে ৪২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-১ করে দেয় পাকিস্তান। গোলদাতা মহম্মদ আবদুল্লাহ। দ্বিতীয়ার্ধে দু'দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল। ৬৩ মিনিটে গুনলেইবার দুরন্ত গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু ৭০ মিনিটে হামজা ইয়াসিরের গোলে ২-২ করে দেয় পাকিস্তান। যদিও তিন মিনিটের মধ্যেই ফের গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন রাহান আহমেদ। সেমিফাইনালে ভারত খেলবে নেপালের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

ভারতের গোলের উচ্ছ্বাস।

এবার আম্পায়ারকে নিশানা পাক শিবিরের

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর : ম্যাচ রেফারির পর এবার আম্পায়ার! পাক শিবিরের অজুহাতের পালা চলছেই। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভারতের কাছে দু-দু'বার হার। পিঠ বাঁচাতে সলমন আঘা এবার প্রশ্ন তুলেছেন আম্পায়ারিং নিয়ে।

রবিবারের ম্যাচে পাক ব্যাটার ফখর জামানের আউট নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়ার বলে ফখরের ক্যাচ নিয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। তবে বল আগে মাটি স্পর্শ করেছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যদিও তৃতীয় আম্পায়ার রিপ্লে দেখার পর আউট ঘোষণা করেন। সলমনের বক্তব্য, আম্পায়ারের ভুল হতেই পারে। তবে আমার মতে, বল আগে মাটিতে ড্রপ খেয়েছিল। আম্পায়ারের ভুলের মাশুল আমাদের দিতে হল। তবে আমি ভুলও হতে পারি। এদিকে, পিসিবিও এই ক্যাচ নিয়ে আইসিসির কাছে সরকারিভাবে অভিযোগ জানিয়েছে। অন্যদিকে, পাক ক্রিকেট বোর্ডকেও ঘুরিয়ে কাঠগোড়ায় তুলেছেন পাক অধিনায়ক। তিনি বলেন, লাহোরের পিচে গড় রান ২০০। কিন্তু শারজা ও দুবাইয়ের পিচে এই রান উঠছে না। কারণ পিচ অন্য ধরনের।

আমাদের দেশের মাটিতে ভাল উইকেট তৈরি করা উচিত। ওখানে রান করছি। অথচ বাইরের মাঠে সমস্যা হচ্ছে। বিশ্বের বাকি সব দেশের থেকে আমাদের দেশের পিচ আলাদা। এতে আমরাই বিদেশে খেলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছি। এদিকে, মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ। ভারতের কাছে হেরে রীতিমতো চাপে পাকিস্তান। যা পরিস্থিতি, তাতে ফাইনালে ওঠার জন্য শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশকে হারাতে হবে সলমনদের। শ্রীলঙ্কা আবার সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরেছে। ফলে তারাও জেতার জন্য মরিয়া হয়ে মাঠে নামবে। আর শ্রীলঙ্কার কাছে হার মানেই এশিয়া কাপ কার্যত শেষ পাকিস্তানের।

আজ সামনে শ্রীলঙ্কা

টিম ম্যানেজারের সঙ্গে আঘা।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ‘এ’ ম্যাচে নেই শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর বদলে নেতৃত্ব দেবেন ধ্রুব জুরেল

অভিষেকের মধ্যে যুবির ছায়া: অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর : পাক বোলিং যেভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছেন অভিষেক শর্মা, তা দেখে মুগ্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার আবার অভিষেকের মধ্যে যুবরাজ সিংয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটা শুধু শুরু। অভিষেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে থাকতে এসেছে। ওর সামনে লম্বা ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। যেভাবে ব্যাট করছে, তাতে বিশ্ব ক্রিকেটে বিস্ফোরণ ঘটাবে। ২৩ বছর বয়সি বাঁ হাতি ওপেনারের প্রশংসা করে অশ্বিন আরও বলেছেন, আমি জোর দিয়ে বলছি, ওর মেন্টর যুবরাজের মতো অভিষেকও অসাধারণ প্রতিভাবান। সাদা বলের ফরম্যাটে যুবি ছিল ভারতের সেরা ব্যাটার। ম্যাচ উইনার। অভিষেকও সেই উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। ও যুবরাজের উত্তরাধিকার এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই ম্যাচে এমএস ধোনির মতোই হেলিকপ্টার কভার ড্রাইভ মেরেছে অভিষেক। সবাই ওর পাঁচটি ছক্কা নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আমি বলব, ওই হেলিকপ্টার কভার ড্রাইভটাই সেরা শট। পাশাপাশি হ্যান্ডশেক বিতর্কেও মুখ খুলেছেন অশ্বিন। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার এই ইস্যুতে কড়া সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের। অশ্বিন বলেছেন, পাইক্রফ্ট কোনও স্কুলশিক্ষক নন। স্কুলের অধ্যক্ষও নন। তিনি কখনও সূর্যকে ডেকে বলতে পারেন না, তোমাকে হাত মেলাতেই হবে। এটা কোনও ম্যাচ রেফারির কাজও নয়। তাহলে পাইক্রফ্টের দোষটা কোথায়? আসলে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই পাকিস্তান এত নাটক করছে।

জোড়া হারেও বিরাম নেই পাকিস্তানের, উপেক্ষা ভারতীয় শিবিরের

ভারত-পাক ম্যাচ এখন আর লড়াই নয় : সূর্য

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাক ম্যাচে এখন আর কোনও লড়াই নেই। পরিসংখ্যান তাই বলছে। পাকিস্তানের নাম না করে বলে দিলেন সূর্যকুমার যাদব। সুপার ফোরের ম্যাচের পর এক পাক সাংবাদিক ভারত অধিনায়কের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এই ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কী বলবেন? তখনই সূর্য নিজের মতামত স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

এরপর সূর্য বলেন, আমি একটা কথা পরিষ্কার বলতে চাই। আপনাদের এবার এই প্রশ্ন বন্ধ করা উচিত। যদি দুটো দল ১৫-২০টি ম্যাচ খেলেও স্কোরলাইন হয় ৭-৭ বা ৮-৭, তাহলে রাইভ্যালারির কথা ওঠে। মনে হয় যেন লড়াই হয়েছে। আমি পরিসংখ্যান ভাল করে জানি না কিন্তু দুটো দলের লড়াইয়ে যদি স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১০-১ বা ১৩-০, তাহলে কোথায় লড়াই হল? এটাকে রাইভ্যালারি বলা যায় না। কোচ গৌতম গম্ভীরও জয়ের পর পোস্ট করেছেন তিনটি শব্দ, ফিয়ারলেস-ফিয়ারলেস ও ফিয়ারলেস।

সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচ জেতার পর বুধবার বাংলাদেশের মুখোমুখি হবেন সূর্যরা। বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচ অতি সহজে জিতেও কাঁটা থেকে যাচ্ছে ভারতের ফিল্ডিং। বেশ কয়েকটি ক্যাচ পড়েছে। যা নিয়ে সূর্যকে প্রশ্ন করলে তিনি মজা করে বলেন, আচ্ছা ভি পুছ লো। কিছু ভাল কথা তো বলুন। এরপর আরও হালকা সুরে তিনি যোগ করেন ফিল্ডিং কোচ সবাইকে ইমেল করে কাল অফিসে দেখা করতে বলেছেন।

এদিকে, সাংবাদিকদের সামনে সূর্য যথারীতি পাকিস্তানের নাম নেননি। কিন্তু বাস্তব এটাই যে গত কয়েক বছরে ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানের উপর ভারতের আধিপত্য ক্রমশ বেড়েছে। এখন আর পাকিস্তান ম্যাচ কোনও কঠিন ম্যাচ নয়। তবে দু’দলের মধ্যে মোট আন্তর্জাতিক ম্যাচের হিসাবে পাকিস্তান ভারতের থেকে সামান্য এগিয়ে। তারা জিতেছে ৮৮টি ম্যাচ। ভারত জিতেছে ৭৮টি ম্যাচ।

পাক ম্যাচের দুটি দিন পরেই আবার সূর্যরা বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ফলে সেই ম্যাচে নজর থাকবে ভারতের ফিল্ডিংয়ের দিকে। তবে সূর্য বলেছেন, এটা ভাল হয়েছে যে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে আমাদের ফিল্ডিং খারাপ হয়েছে। সামনে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। তার আগে প্রথম ম্যাচে খারাপ ফিল্ডিং হওয়ায় ঠিক আছে। তাঁরা ভুল সামলে নেবেন।

তবে পাকিস্তান ম্যাচে ৪ ওভারে ৪৫ রান দেওয়া বুমরার পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু অধিনায়কের সমর্থন তাঁর দিকেই রয়েছে, সূর্য বলেন, বুমরা রোবট নয়। ওর খারাপ দিন আসতেই পারে। তিনি প্রশংসা করেছেন অলরাউন্ডার শিবম দুবের। সূর্যর কথায়, শিবম ঠিক সময়ে দলকে সাহায্য করেছে। আর পাকিস্তান ভাল শুরু করলেও দশ ওভারের পর সূর্য সবাইকে বলেছিলেন চিন্তা করার কারণ নেই। ম্যাচ সবে শুরু হয়েছে।

তোমরা কথা বল, আমরা ম্যাচ জিতি

রউফকে পাল্টা খোঁচা অভিষেকের

রউফের সঙ্গে বচসা অভিষেক-গিলের।

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর : রবিবাসরীয় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে উত্তপ্ত হয়েছিল পরিস্থিতি। ম্যাচ চলাকালীন একাধিকবার দুই ভারতীয় ওপেনার শুভমন গিল ও অভিষেক শর্মার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় পাক পেসার শাহিন আফ্রিদি এবং হ্যারিস রউফের।

ম্যাচ জিতে পাকিস্তানকে পাল্টা দিয়েছেন শুভমন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, শব্দ নয়, ম্যাচের ফলই কথা বলে। বাদ যাননি অভিষেকও। ভারতের জয়ের নায়ক এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, তোমরা কথা বল, আমরা ম্যাচ জিতি।

দুই পাক পেসারের সঙ্গে শুভমন ও অভিষেকের কথার লড়াই, ম্যাচে বারবার চোখে পড়েছে। শাহিনের প্রথম বলেই হুক করে ছয় মেরেছিলেন অভিষেক। বাঁ হাতি পাক পেসারের দ্বিতীয় ওভারে পরপর চার মারেন শুভমন। এরপর শাহিনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলেন। স্টাম্প মাইক্রোফোনে ধরা না পড়লেও, শুভমনের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে মনে হয়েছে তিনি বলছেন, যাও বাউন্ডারি থেকে বল কুড়িয়ে আনো।

এর কয়েক ওভার পরেই রউফের সঙ্গে লেগে যায় অভিষেকের। উত্তেজিত পাক পেসার অভিষেকের দিকে তেড়ে এসে কিছু বললে, পাল্টা দেন ভারতীয় ব্যাটারও। এগিয়ে আসেন শুভমনও। শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এদিকে, হাফ সেঞ্চুরি করার পর, ব্যাট উঁচিয়ে স্টেনগান সেলিব্রেশন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন পাক ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান। যদিও নিজের আচরণে এতটুকুও অনুতপ্ত নন তিনি। বরং বলছেন, সুযোগ পেলে ফের এমন সেলিব্রেশন করব। কে কী বলল, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। বিতর্ক বাড়িয়েছেন রউফের স্ত্রীও। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লিখেছেন, ম্যাচ হেরেছি কিন্তু যুদ্ধ জিতেছি! অপারেশন সিঁদুরের সময় দু’দেশে যে সংঘাত হয়েছিল, সেটাই টেনে এনেছেন পাক পেসারের স্ত্রী।

অভিষেক আবার মুখ খুলেছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের কাছে। শুভমন ও অভিষেকের বোঝাপড়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সূর্য। অভিষেক বলেন, আমরা অনূর্ধ্ব ১২ স্তর থেকেই একসঙ্গে খেলছি। একে অন্যকে খুব ভালভাবেই চিনি। আমি জানি ও কখন শট খেলবে। শুভমনও জানে আমি কখন চালাতে শুরু করব। চোখের ইশারাতেই আমাদের কথা হয়ে যায়।

এরা তো স্পিন খেলতেই পারে না, তোপ আক্রমের

আউট হচ্ছেন পাক ব্যাটার ফারহান।

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে ভারতের কাছে টানা দ্বিতীয় হারের পর পাক ব্যাটারদের একহাত নিলেন ওয়াসিম আক্রম। কিংবদন্তি পাক পেসার কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে পাক ব্যাটারদের দিশাহীন দেখিয়েছে।

আক্রমের বক্তব্য, ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি করার আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উচিত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কে কটা বল খেলেছে, সেটা খতিয়ে দেখা। এরা তো স্পিন খেলতেই পারে না! কুলদীপ যাদবের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যাট করতে হয়, সেটা পাক ব্যাটাররা এই ম্যাচেও খুঁজে বের করতে ব্যর্থ। ১৮-১৯ ওভারেও ডট বল খেলল! টি-২০ ক্রিকেটে এটা তো অপরাধ।

আক্রমের সংযোজন, প্রথম ১০ ওভারে একটা দলের স্কোর ১ উইকেটে ৯১ রান। আর পরের ১০ ওভারে মাত্র ৮০ রান তুলল! এভাবে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। মাঝের ওভারে কীভাবে ব্যাট করতে হয় সেটাই তো এরা জানে না।

পাশাপাশি ভারতীয় ব্যাটারদের প্রশংসা করে আক্রম বলেন, দুবাইয়ের পিচে ১৭২ রান তাড়া করে জেতা কঠিন। কিন্তু সেই কাজটা কী সহজে করল ভারতীয় ব্যাটাররা। অভিষেক শর্মা তো দুর্দান্ত। এমন নয় যে শুধুই স্লগ করেছে। বরং প্রথাগত শট খেলেই ঝড়ের গতিতে রান তুলেছে। এদিকে, ইমরান খান আবার তোপ দেগেছেন ভারতের কাছে পাকিস্তানের হার নিয়ে। কিংবদন্তি পাক অধিনায়কের খোঁচা, পাকিস্তান একমাত্র তখনই ভারতকে হারাতে পারবে, যদি পিসিবি চেয়ারম্যান ও পাক আর্মি চিফ ব্যাট হাতে ওপেন করেন।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন